# জৈনধর্ম

অমূল্যচন্দ্র সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৮ শ্রবণ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপূলিনাবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস লিঃ, ১৬ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা
৩.১

**লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা**

**রবিন্দনাথ ঠাকুর**

বিশ্বপরিচয় ১।০

পঞ্চম সংস্করণ । নবম মুদ্রণ

**সুরেন ঠাকুর**

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

দ্বীতীয় মূদ্রণ

**শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**

ভারতের ভাষা ও বাষাসম্যষা ২।০

দ্বীতীয় সংস্করণ

**শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত**

পৃথ্বীপরিচয় ১।০

দ্বীতীয় সংস্করণ

**শ্রীরথীন্দতনাথ ঠাকুর**

প্রাণতত্ত্ব ১।০

দ্বীতীয় সংস্করণ

**শ্রীপশুপতি ভট্টারার্য**

আহার ও আহার্য১।০

দ্বীতীয় সংস্করণ

**শ্রীনিত্যান্দবিনোদ গোস্বাসী**

বাংলা সাহিত্যের কথা ১।০

দ্বীতীয় সংস্করণ

**শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

বাংলা উপন্যাস ১।২

**শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য**

ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির মপাজয় ১।০

পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩

**শ্রীনির্মলকুমার বসু**

## বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

।১৩৫৮।

শ্রীপ্রীয়রঞ্জন সেন

৯১. ওড়িয়া সাহিত্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়

৯২. অসমীয়া সাহীত্য

ভক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

৯৩. জৈনধর্ম

ভক্টর রূদ্রেন্দ্রকুমার পাল

৯৪. ভাইটামিন

শ্রীসমীরণ চেট্টোপাধ্যায়

৯৫. মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা

বিধ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মেনর যোগাসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরোজিেত বহু গ্রন্থমালা রচিত হইআছে । কিন্তু বাংলা ভাষার এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতেপারে ।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকিশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণমেনর যোগসাধেনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইআছেন ।

১৩৫০-১৩৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৯০ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা । পত্র লিখিলে পূর্ন তালিকা প্রেরিত হইবে ।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকিশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ন তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্ঠব্য । পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে ।

## নিবেদন

জৈনধর্ম অতি বিস্তীর্ণ ও দুরূহ বিষয় । সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ও আচার্যব্যাখ্যার বিবিধত্ববশত ইহার জটিলতা আরও বাড়িআছে । প্রথমজিজ্ঞাসুর পক্ষে প্রেযাজনীয় বিষয়গুলিই মাত্র এই পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি ।

মহামহোপাধ্যার আচার্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষা-বাৎসল্যবশত এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি সাগ্রহে পাঠ ও শোধনের শ্রমস্বীকার করায় তাঁহার নিকট আমার গুরুঋণ রুনরপি বর্ধিত হইয়াছে । কিন্তু জৈনমতের সমালোচনা প্রসঙ্গে কয়েকস্তানে কিছু মন্তব্যপ্রকাসের যে প্রয়াস পাইয়া তাহাতে থাকিলে তাহার দায়িত্ব আমারই ।

অমূল্যচন্দ্র সেন

প্রাচিন জৈন ও বোদ্ধ শাস্ত্রে এবং অশোকর শিলালিপিতেও দেখা যায় জৈনরা সেযুগে নির্গ্রন্থ (গ্রন্থি বা বন্ধন-হীন) শ্রমণ নামে পরিচিত ছিলেন । মহাবির এই ধর্মের প্রবর্তক নয়, সংস্কারক ও শক্তিমান প্রচারক ছিলেন । জৈনদের বিশ্বাস তাঁহাদের ধর্ম অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু সব ধর্মের ইতিহাসেই দেখা যায় ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মকে সনাতন অনাদি প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিতে প্রয়াসী হন । নিজ নিজ ধর্মের শাশ্বত ভাব প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসে ভক্তগণ যেমন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন তাহা কিন্তু তুলনা ও যুক্তি মূলক ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতিতে সমর্থিত হয় না । সুতরাং শাস্ত্রোস্তি ও ভক্তদের বিম্বদন্তী ছাড়িয়া ঐতিহাসিক তথ্য হইতেআমরা জৈনধর্মের প্রাচিনত্ব বিচার করিব ।

পালি বাদ্ধশাসাস্ত্রের বর্ণনায় দেখা যায় মহাবীর গোতমবুদ্ধের সম সাময়িক ছিলেন, তবে মহাবীর খুব সস্কব বুদ্ধের চেয়ে কিছু বড ছিলেন এবং বুদ্ধের পূর্বেই প্রচারজীবন আরস্ক করেন । মহাবীরের মৃত্যুও সস্কব বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্বে হইয়াছিল । প্রাচিন শাস্ত্রে মহাবীর ও বুদ্ধের যুগ সম্বন্ধে আমরা যাহা জানীতে পারি তাহাতে দেখা যায় সেযুগে চিন্তাশীল লোকের মধ্যে ধর্মবিষয়ক সত্য লাভের জন্য একটা প্রবল আকাক্ষা জাগিয়াছিল । ক্রিয়াকাণ্ডময় বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে চিন্তাশীল লোকের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয় নাই । ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মনে করেন উপনিষদের ব্রহ্ম ও আত্মাবিষয়ক চিন্তা ক্রিয়াকাণ্ডশীল ব্রাহ্মণদের মধ্যে নয়, স্বাধীনচিন্তাশীল ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রথম আরস্ক হয় এবং পরে ব্রাহ্মণেরা এই চিন্তা নিজ ধর্ম ও সাস্ত্রের অঙ্গীভূত করেন । বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মমত যেমন বৈদিক ধর্মের গণঅডিবহির্ভূচ ছিল, সেইরূপ জৈনধর্ম, আজীবিক-মতবাদ এব তৎকালীন অন্যান্য অনেক ধর্ম দার্শনিক মতবাদ বৈদিকধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়াই সৃষ্ঠ হয় । আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন আর্যজাতি ভারতে আসিবার পূর্বে সিন্ধুনদ-উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে যে উচ্চাঙ্গর সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল, েসই সভ্যতাপভসূত ধর্মচিন্তা ও দার্শনিক মতবাদ সস্কবতঃ ছিল বেদবহির্ভূত বিবিধ ভারতীয় ধর্মদর্শন-চিন্তার আদিমূল ।

## মহাবিরের পূর্ববর্তি তীর্থংকরগণ

জৈনদের বিশ্বাস মহাবীরের পূর্বে তেইশ জন তীর্থংকর জৈনধর্ম প্রচার করেন । তীর্থংকর শেব্দর অর্থ যিনি সংসারদুঃখ পার হইবার ঘাট (তীর্থ) নির্মাণ করিয়াছেন । এই তীর্থংকরদের নাম বলা হয় : ১. ঋষভ (বা আদিনাথ) ২. অডিত ৩. সস্কব ৪. অভিনন্দন

৫. সুমতি ৬. পদ্মপ্রভ (বা সুপ্রভ) ৭. সুপার্শ্ব ৮. ষ্দ্রপ্রভ (বা শশি) ৯. সুবিধি ৯বা পুষ্পদন্ত) ১০. শীতর ১১. শ্রেয়াংশ (? প্রাকৃতে সেজ্জংস) ১২. বাসুপূজ্য ১৩. বিমল ১৪. অনন্ত ১৫. ধর্ম ১৬. শান্তি ১৭. কুন্থু ১৮. অর ১৯. মল্লি (শ্বেতাম্বর মতে ইনি মল্লীনাম্নী নারী; দিগম্বর মতে ইতি পুরুষ, কারণ পুরুষজন্ম ব্যতীত কেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না) ২০. মুনি-সুব্রত ২১. নমি ২২. নেমি (বা অরিষ্ঠনেমি) ২৩. পার্শ্ব ।

পার্শ্বকে সাধারণত পার্শ্বনাথ বলা হয় এবং সম্ভব তাহা হইতে অধিকাংশ তীর্থংকরের নামে পর 'নাথ' যোগ করা হয় । পার্শ্ব ছাড়া অন্য পূর্ববর্তী তীর্থংকরগণকে জৈনরাঅতিমানবিয় রূপে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তাঁহারা কোটি কোটি বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, হাজার হাজার হাত লম্বা ছিলেন প্রভৃতি । ইঁহাদের জন্মস্থান বংশপরিচয়, কাহার প্রতীক কি ছিল, কাহার মৃত্যু কোথায় হইয়াছিল (বাসুপূজ্য, নেমি ও মহাবীর ছাড়া অন্য সকেলরই মৃত্যু হইয়াছিল পার্শ্বনাথে, চলিত কথায় 'পরেশনাথ'-পাহাড়ে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) প্রভৃতি সম্বন্ধেও জৈনবিবরণ আছে । আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে পার্শ্ব ছাড়া অন্য সব তীর্থংকরগণ সম্ভব কাল্পনিক । সব ধর্মেই পূর্বাবতারগণের কল্পনা করা হয়, ইহাতে ধর্মের মর্যাদা ও প্রাচীনত্ব দুইই বাড়ে । কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, আদিতির্থংকরর নাম ঋষভ । বাষাতত্বমতে ঋষভ ইকই শব্দ । প্রাগার্য সিন্ধুনদ-উপত্যকার অভ্যতায় দেখা যায়, বৃষ পবিত্র জীবরূপে পরিকল্পিত হইত. এথনও ধর্মের 'ষাড়ে' এই কল্পনার স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে মন হয় । জৈনধর্মের আদি ইতিহাসে যে প্রাগার্য-ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস নিহিত আছে, েসে সম্বর্কে সিন্ধুনদ-উপত্যকা-ধর্মের বৃষ ও তীর্থংকর আদিনাথ ঋষভদেবের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আছে কি না তাহা সুধীবর্গে বিবেচনাযোগ্য ।

## পার্শ্বনাথের জীবনী

জৈনধর্মের প্রাচিনতন ভিত্তি যাহাই হউক, তাহার উৎপত্তির স্পষ্ঠ সাক্ষ্য প্রথম পাওয়া যায় পার্শ্বনাথের সিক্ষায় । জৈনশাস্ত্রের বিবরণে জানা য়ায় মহাবিরের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎত খৃ.পূ. ৯ শতকের প্রারম্ভে কাশী নগরীর ক্ষত্রিয় রাজবংশে পার্শ্বের জন্ম হয়; তাঁহার এই অব্রাহ্মণ জন্মও জৈনশিক্ষার বৈদিকধর্ম-নিরপেক্ষতার পরিচায়ক পূপে গৃহীত হইতে পারে । পার্শ্বের পিতার নাম বলা হয় অশ্বসেন ও মাতার নাম বামা । তাঁহার পত্নী ছিলেন অযোধ্যারাজ-কন্যা প্রভাবতী । পার্শ্ব তিশ বৎসর বষসে গৃহত্যাগ কহিয়া

সন্ন্যাসগ্রহণ করেন এবং প্রায় তিন মাস কৃচ্ছ্রাভ্যাসের পর 'কেবলজ্ঞান' বা সিদ্ধি লাভ করেন । তারপর প্রায় সত্তর বৎসর (বোধ হয় ইতাহে অত্যুক্তি আছে) তিনি ধর্মপ্রচার ঘুরিয়া বেডান ও অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গহণ করে ।

## পার্শ্বনাথের শিক্ষা

পাশ্বের ধর্মমত কি ছিল তাহার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না । জৈনঘণ বলেন তিনি চারটি 'ব্রত' পালনের প্রবর্তন করেন যথা : ১.জীবহত্যা না করা বা অহিংসা, ২. মিথ্যা না বলা বা সত্য, ৩. চুরী না করা বা অদওগ্রহণ না করা, এবং ৪. পরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয়সক্তির প্রতি কোনো আসক্তি না রাখা । জৈনরা বলেন পার্শ্বর এই চারটী ব্রতের সঙ্গে মহাবীর পঞ্চম একটী ব্রত যোগ করেন - ব্রহ্মচর্য বা মৈথুনবিরতি, কারণ কারবেশ নির্গ্রন্থ বা জৈন সক্রদায়ের মধ্যে নাকি এ বিষয়ে শৈথিল্য প্রবেশ করিয়াচিল । জৈনরা কেহ কিন্তু এরূপও বলেন যে, পার্শ্বেরই চতুর্থ ব্রতটি ছিল ব্রহ্মচর্য এবং মহাবীর তাহাতে পঞ্চম ব্রত অপরিগ্রহ যোগ করেন এবং এই ব্রত সক্রূর্ণ পালনের অভিপ্রায়ে মহাবীর বস্ত্রত্যাগ করিয়া নগ্নতা অবলম্বন করেন । যাহা হউক, ইহাতে সন্দেহ নাই যে পার্শ্বের সক্রদায়ে নগ্নতা ছিল না এবং মহাবীরই তাহার প্রবর্তন করেন ।

## মহাবীরের জীবনী

মহাবীরের জন্ম-সাল সম্বেন্ধে জৈনদের এবং আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও মতভেদ আছে, তবে মোটামুটি বলা যায় যে তিনি খৃ.পূ. ৬ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা বৈশালী নগরীর অধিবাসী 'জ্ঞাতৃ'বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাই মহাবীর সাধারণের কাছে জ্ঞাতৃপুত্র নামে খ্যাত ছিলেন, যেমন বুদ্ধের পরিচয় ছিল শাক্যপুত্র নামে । মহাবীরের পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম ছিল ত্রিশলা । তিনি মাতাপিতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন । সিদ্ধার্থের বৈভবসমৃদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে জৈনশাস্ত্রে অনক অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে, যেমন বুদ্ধপিতা শুদ্ধোধন সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রেআছে । যাঁহারা পরবর্তি জীবনে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন তাঁহাদের ত্যাগের মহিমাবৃদ্ধির জন্য পরবর্তি যুগের ভক্তগণ এইরূপ অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেন । বুদ্ধের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতার স্বপ্নে হস্তীদর্শন যেমন বৌদ্ধকাহিনীতে বিখ্যাত, সেইরূপ মহাবীরের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতার হস্তী, শ্বেতবৃষ, শ্বেতসিংহ প্রভৃতির স্বপ্নদর্শন জৈনকাহিনীতে প্রসিদ্ধ, যদিও এইসব স্বপ্নের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন জৈন সক্ষদায়ে মতভেদ আছে ।

মহাবীরের জন্ম সম্বন্ধে আরও একটি অলৌকিক বৃত্তান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে । কথিত আছে, তিনি প্রথমে এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে আগমন করেন কিন্তু ক্ষত্রিয়কুলে তাঁহার জন্ম কাম্যতর মনে করিয়া দবতারা সেই ভ্রূন ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করেন । এই কহিনীসৃষ্টির কারণ বৌধ হয় এই যে, ভক্তরা বুঝইতে চারিয়াছিলেন যে ক্ষত্রিয়কুলে মহাবীর জন্মিয়াছিলেন বটে কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনি ব্রাহ্মণই ছিলন । বুদ্ধমহাবীরের যুগে ক্ষত্রিয়গণ নিজেকে ব্রাহ্মণ-তুলনায় হিন মেন করিতেন না, উপনষেদেও দেখি ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্নতত্ব শিক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ের কাছে শিষ্যত্ব শ্বীকারে কোনো কুণ্ঠা বোধ করেন নাই । মহাবীরভ্রূণের গর্ভপরিবর্তন কাহিনী অবশ্যই এণন সমেয় রচিত হইয়াছিল যখন সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । পণ্ডিতবর ভিণ্টারনিট্সের (Winternitz) মতে জৈনগণ মহাবীরের গর্ভপরিবর্তন-কাহিনী পৌরাণিক কৃষ্ণজন্ম-কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাবীরের তথাকথিত পূর্বজন্মাবলী সম্বন্ধেও জৈনবিবরণ আছে । জাতক ও তাহার পরিবারবর্গের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় মহাবীরের জন্মনাম 'বর্ধমান' রাখা হয় । তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধে যেসব কাহিনী আছে তাহাতে দেখা যায় তিনি মেধাবী ও সাহসী ছিলেন ।

শ্বেতাম্বর মতে যশোদানাম্নী কুমারীর মহিত বর্ধমানের বিবাহ হয়, তাঁহাদের অনুজা

(বা প্রিয়দর্শনা) নামে এক কন্যা জন্মে, জমালি নামক মহাবীরের এক ভাগিনেয়ের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয় এবং কন্যার গর্ভে মহাবিরের এক দৌহিত্রী জন্মে । জমালি পরে মহাবীরের শিষ্য হন এবং শেষে মহাবীরের সংঘে দলভেদ সৃষ্টি করিয়া পৃথক হইয়া যান । দিগম্বর মতে মহাবীর কখনও বিবাহ করেন নাই । বর্ধমান প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেযুগে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বয়স পর্যন্ত অবিবাবিত না থাকাই বেশী সম্ভব ।

শ্বেতাম্বর মতে মাতাপিতা উভয়েরই মৃত্যুর এক বৎসর পরে অগ্রজের অনুমতি লইয়া বর্ধমান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । দিগম্বর মতে মাতাপিতার জীবিতাবস্তাতেই তিনি গৃহত্যাগ করেন । বর্ধমান প্রথমে পার্শ্বনাথের নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন কিন্তু এক বৎসর পরে একাকী স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ, উপবাস ও বিবিধ কঠিন কৃচ্ছ্রাভ্যাস আরম্ভ করেন । তাঁহার তপস্যাজীবনের কাহিনিতে দেখা যায লোকোর হাতে তাঁহাকে অনেক অত্যাচার সহিতে হইয়াছিল, অনেকে তাঁহাকে গালাগালি করে, প্রহার করে ও তাঁহার উপর কুকুর লেলাইয়া দেয় । বারো বৎসর এইভাবে কঠোর পতশ্চর্যার পর পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটবর্তি নদীতটে একটি শালগাছের তলায় তিনি 'কেবল' জ্ঞান লাভ করেন । তপস্যায় সিদ্ধিলাভর পর তিনি কেবলী, জিন (জী-ধাতু হইতে, যিনি জয় লাভ করিয়াছেন; ইহা হইতেই 'জৈন' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে), বির, মহাবীর, তির্থংকর, বুদ্ধ অর্হৎ (এই শব্দটিই প্রাকৃতে 'অরিহন্ত' রূপে পরিবর্তিত হইয়া পরে 'শত্রুহন্তা' অর্থে ব্যবহৃত হইত) প্রভৃতি নাম পাইয়াছিলেন । বীর, মহাবীর, অরিহন্ত প্রভৃতি নামে সেযুগে ক্ষত্রিয়গণের ধর্মধারণার একটি দিকের আভাস পাওয়া যায়, সেন ধর্ম হইতেছে কোনো একটা বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় বিজয়লাভ । মহাবীরের সন্ন্যাসগ্রহণ, তপস্যাজীবন প্রভৃতি সম্বর্কে অনেক অলৌকীক অতিপ্রাকৃত ঘটনাও বিবৃত আছে । তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ।

## মহাবীরর নগ্নতা

দিম্বর-মতে মহাবীর মন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গেসঙ্গেই নগ্নতাগ্রহণ করেন, কিন্তু শ্বেতাম্বর-মতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের তের মাস পরে বস্ত্র-ত্যাগ করেন । মহাবীর পার্শ্বনাথর নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং নির্গ্রন্থদের মধ্যে তখনও নগ্নতা প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং প্রথম সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে মহাবীর সবস্ত্র ছিলেন ইহাই বেশী সম্ভব মনে

হয় ।ে জৈনরা মহাবীরের বস্ত্রত্যাগর কারণ বলন পূর্ণ অপরিগ্রহ-ব্রত পালন, কৃচ্ছ্রাভ্যাসের একটী প্রদান অঙ্গ, লজ্যাজয়ের পরিব্রতা প্রভৃতি ।ে ইহাতে অসংগত কিছু নাই কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কারণগুলি ছাডা আরও একটি ঘটনা-সংযোগে মহাবীরের নগ্নতাগ্রহণ অনুমান করেন । তাহা হইতেছে গোশালের সাহচর্য ।

## গোসাল মংখলীপুত্র ও আজীবক-সক্রদায়

জৈন বিবরণ অনুসারে মহাবীর সন্ন্যাসগ্রহণের এক বৎসর পরে যখন একাকী ভ্রমণ ও তপশ্চরণ আরস্ক করেন তখন গোশাল নামক আজীবিক-সক্রদায়ের গুরুর সঙ্গে তাঁহার মিলন হয় ও উভয়ে ছয় বৎসর একত্র তাকেন । আজীবিক সক্রদায় গোশাল অপেক্ষা প্রাচীন ছিল কারণ গোশাল.নিজেকে চতুর্থ এবং শেষ তির্থংকর মনে করিতেন । কথিত আছে, গোশালায় জন্ম হওয়ায় তিনি ঐ নাম পাইয়াছিলেন, তাঁহার মাতাপিতা দরিদ্র লোক ছিলেন । জৈন ও বোদ্ধ শাস্ত্রে গোশাল ও আজীবিকগণের উল্লেখ আছে । আজীবিক সক্রদায় সম্রাট অশোকের যুগে সুবিদিত ছিল, অশোক ও তাঁহার পৌত্র দশরথ বরাবর-পাহাড়ে আজীবিকগণের ব্যবহারের জন্য গুহা দান করিয়াছিলেন । আজীবিক ধর্মমত ঠিক কি ছিল তাহা সক্রূর্ণ জানা যায় না, জৈনবৌদ্ধ বিবরণ হইতে সামান্য যাহা জানা যায় তাহাতে বুঝা যায় তাঁহারা নগ্ন থাকিতেন, কৃচ্ছ্রাভ্যাসী ছিলেন, আত্মার অস্তিত্বে বিস্বাসী ছিলেন এবং মনে করিতেন যে মানুষর ভাগ্য পূর্ব হইতেই (সস্কব কর্মফল অনুযায়ী) নির্দিষ্ঠ থাকে । আজীবিকগণকে লোকো বোধ হয়, খুব সুনজরে দেখিতে না, জৈন ও বৌদ্ধ উফয়

শাস্ত্রেই তাঁহাদের নিন্ধা আছে । রাজগৃহের এক কুস্ককারিণীর আলয়ে গোশাল প্রায়ই বাস করিতেন, এই স্ত্রীলোকটির সহিত তাঁহার কাম-সম্বন্ধেরও অপবাদ হইয়াছিল । গোশালের সহিত ছয় বৎসর সাহচর্যের পর মহাবীর তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন, জৈনবিবরণ অনুসারে গোশালের কামপ্রবণতাই ছিল এই বিছেদের কারণ । জৈনগণ বলেন উভয়ের সাহচর্যের সময়ে গোশাল মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । মহাবীর সিদ্ধিলাভ করিবার কিছু পের একবার গোশালের  সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় । জৈনশাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে তাহাতে দেখা যায় এই সাক্ষাতের সময়ে উপয়ে প্রবল বচসা হয়, উভয়েই উভয়কে নিজশিষ্য বলেন এবং শিষ্যত্ব অস্বীকারের জন্য তীব্র র্ভৎসনা করেন (ইহাতে কিন্তু প্রকারান্তরে স্বীকৃত হয় যে গোশালের মতে মহাবীরেই তাঁহার শিষ্য ছিলেন), পরে উভয়ের মধ্যে প্রভৃত গালাগালী ও শাপাশাপি হয় (শাস্ত্রবর্ণিত রক্তবমন অগ্ন্যুদ্গার প্রভৃতির ইহাই বোধ হয় প্রকৃত অর্থ) ।

আধুনিক  পণ্ডিতগণের মধ্যে হোয়ের্নলে (Hoernle) ও বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে একাকী ভ্রমণের সময়ে মহাবীর গোশালের প্রতি আকৃষ্ঠ হন । কৃচ্ছ্রপ্রিয়তা ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস এই দুই বিষয়েই উভয়ের মতৈক্য ছিল । স্বভাবত কৃচ্ছ্রপ্রিয় মহাবীর গোসালের নগ্নতায় অপরিগ্রহের পূর্ণতা দেখিয়া তাহা অবলম্বন করেন । উভয়ে যখন ছয় বৎসর একত্র থাকেন তখন মহাবীরই সস্কব গোশালের শিষ্যত্ব, অন্তত সাময়িক ভাবে, স্বীকার করেন; কারণ মহাবীর তখন নবিন তপস্বী এবং গোসাল তখনই নিজেকে তির্থংকর বা কেবলী ঘোষণা করিয়াছিলেন । শিষ্য ব্যতীত অপর স্বাধীন যে মহাবীরের

শিষ্য হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না । গোসালের কামুকতা নয় । বস্তুতপক্ষে ইহার অনেক পরে, গোশালর মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁহার কামুকতা সম্বন্ধীয় অপবাদ রটে এবং এই অপবাদ বোধ হয় জৈনসাই রটনা করেন, কারণ গোশাল নাকি মৃত্যুর পূর্বে রোগশয়্যায় প্রলাপের ঘোরে কুস্ককারিণীয় প্রতি কামপ্রকাশ করেন । গোশালের সহিত মহাবীরের বিরোধের প্রকৃত কারণ বোধ হয় মানুষের পূর্বনির্দিষ্ঠ ভাগ্যে গোশালর বিশ্বাস । গোশাল বোধ হয় মহাবিরের সহিত সাহাচর্যের শেষদিকে এই মত প্রকাশ আরস্ক করেন । আমরা পরে দেখিব যে মহাবীরের চিন্তা এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল; মহাবীরের শিক্ষা এই ছিল যে, জীবের দেহমন প্রভৃতি সবই পূর্বজন্ম-কর্মানুযায়ী হয় বটে কিন্তু জীবের ভবিষ্যৎও সম্পূর্ণ তাহার নিজের অধীন, জীবের স্বকীয় কর্মবলে জীব নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ ভাগ্য ভাল বা মন্দ করিতে পারে । গোশাল কিন্তু বল বীর্য পুরুষকার কিছুই মানিতেন না ।

## মহাবিরের প্রচারজীবন

কেবলজ্ঞান লাভের পর মহাবির আধুনিক উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে এবং পশ্চিমে কোশাম্বী পর্যন্ত সর্বত পর্যটন করিয়া নিজশিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল কিন্তু রাজগৃহ-নালন্দা অঞ্চলে । সেই যুগে রাজগৃহ অতি সমৃদ্ধ নগর ছিল এবং পূর্ববারতে জ্ঞানচর্চার প্রধান ক্ষেত্র ছিল বলিয়া বুদ্ধও রাজগৃহকে তাঁহার প্রধান প্রচারক্ষেত্র করিয়াছিলেন । রাজগৃহে কথনও বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম দৃঢ়মূল হয় নাই, ইহাও ঐতিহাসিকগণ রাজগৃহে মহাবীর বুদ্ধ প্রভৃতির কর্মক্ষেত স্থাপনের কারণ মনে করেন । রাজগৃহ অঞ্চলে

সেযুগে বহুবিধ ধর্ম-দার্শনিক মতবাদের প্রচলন ছিল । নূতন সম্প্রদায়গুলি যে শিষ্যসংগ্রহ বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন, পরস্পরকে তর্কযুদ্ধ পরাস্ত করিয়া আত্মপ্রধান্য স্থাপেনর চেষ্ঠা করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ বৌদ্ধ ও জৈন সাস্ত্রে পাওয়া যায় । জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত আছে গোশাল যখন মৃত্যুর পূর্বে রাগশয্যার প্রলাপ বকিতেছিলেন তথন মহাবীরের নির্দেশে নির্গ্রন্থগণ গোশালের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যাহাতে প্রলাপময় উত্তর দিয়া গোসাল লোকের কাছে হাস্যপদ হন । বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে মহাবীরের পরামর্শে এক ব্যক্তি বুদ্ধকে প্রশ্নে ঠকাইবার চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । অবৈদিক ধর্মশিক্ষকগণের প্রধান্যে ব্রাহ্মণসমাজ অনেক যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ গুণ্ডা লাগাইয়া বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য মৌদ্গল্যয়নকে হত্যা করাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করিয়া বুদ্ধকেলোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন ।

প্রচারপর্যটনের সময়ে মহাবীর গ্রামে এক রাত্রির ও নগরে পাঁচ রাত্রির অধিক যাপন করিতেন না । বর্ষাকালে তিনি ভ্রমণ না করিয়া একস্থানেই থাকিতেন । জৈনরা বলিয়াছেন বর্ষাকালে মহাবীরর ভ্রমণ না করিবার কারণ এই ঋরুতে মাঠঘাট প্রভৃতিতে উদ্ভিদ ও কীটাদির বংশবৃদ্ধি হয় এবং মানুষের যাতায়াতে এই জীবগণের অনেকের দেবনা ও প্রাণনাথ হয় । কিন্তু বর্ষাকেলে একস্থানে বাসের প্রথা বৌদ্ধরাও পালন করিতেন । ব্রাহ্মণ্য সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ইহা পালিত হইতে এই প্রথার সুত্রপাত হয় এবং বোধ হয় এই প্রথা মহাবীর-বুদ্ধের যুগ অপেক্ষা অনেক প্রাচীনতর । সেই প্রাচীন রীতিকে মহাবীর অহিংসাত্মক নূতন অর্থ দিয়া থাকিবেন ।

রাজা রাজপরিবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে মহাবীরের ভক্ত ও শিষ্য ছিল । বিদেহাধিপতি চেতক, অঙ্গদেশাধিপ কূণিক (বিম্বিসারপুত্র অজাতশত্রু), কৌসাম্বীরাজ শতানীক প্রভৃতিরা মহাবিরের ভক্ত ছিলেন এবংদিগম্বর মতে মগধাধিপ বিম্বিসারও মহাবীরশিষ্য ছিলেন । সেযুগেব রাজারা সব প্রসিদ্ধ ধর্মগুরুদের প্রতি সম্মান দেখাইতেন, তাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাঁহাদিগকে স্বশিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গণনা করিতেন, কিন্তু রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ কোনো কোনো ধর্মগুরুর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । রাজগৃহ-নালন্দা অঞ্চলেই মহাবীরের সিষ্য-সংখ্যা অধিক ছিল ।

মহাবীরের প্রচার সম্বন্ধে সাস্ত্রীয় বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে তিনি অতি সরল কথায় লোককে তাঁহার উপদেশ শিক্ষা দিতেন । তিনি সেই যুগে মগধে প্রচলিত যে কথ্য ভাষায় শিক্ষা দিতেন তাহা কালক্রেম কিছু পরিবর্তিত হইয়া জৈনশাস্ত্রের 'অর্ধমাগধী' ভাষায় দাঁড়াইয়াছিল । অনেক সাধারণ দ্রষ্ঠব্য বিষয়, সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় হইতে উপমা ও দৃষ্ঠান্ত প্রয়োগে মহাবীর লোককে নিজশিক্ষা বুঝাইতেন । তাঁহার শিক্ষা ও ব্যাখ্যা প্রণালিতে আলোচ্য বিষয়কে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝানো একটা প্রধান অঙ্গ ছিল । পরবর্তি কালে জৈনশাস্ত্র লিখিত-আকারে যেরূপ দাঁড়ায় তাহাতে এই বিশ্লেষণরীতি খুব প্রাধান্য লাভ করে এবং সুপণ্ডিত টিকাকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাতারা সব বিষয়কে বহুসংখ্যক ভাগ-বিভাগ-উপবিভাগের অতিবাহুল্য করেন । ইহার ফলে জৈনশাস্ত্র এখন নানা বাগ-বিভাগের শুষ্ক ও নীরস অগণ্য দীর্ঘ তালিকাসমষ্টি মাত্র মনে হয় । আচার্য লয়মান (Leumann) বলিয়াছেন যে, জৈনগণ মহাবীরের উপদেশ কথেপকথনাদি হইতে বর্ণনা-উপমা প্রভৃতি বাদ দিয়া তাহার সারাংশমাত্র তালিকাবদ্ধ করিয়া শাস্ত্ররচনার পরিবর্তে যদি মহাবীরের ব্যাখ্যান-ভাষণাদি যথেক্তবৎ পূর্ণভাবে লিখিতেন তবে জৈনশাস্ত্র-নিবদ্ধ মহাবীরের শিক্ষা বৌদ্ধশাস্ত্র-সংগৃহীত বুদ্ধভাষণগুলি হইতে কোনো অংশে সাহিত্যগুণে কম হইত না ।

## মহাবীরের সংঘগঠন

মহাবীর বরাবরই নিজেকে নির্গ্রন্থ-সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিতেন । পার্শনাথপন্থীরা অনেকে বোধ হয় মহাবীরের শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ সঙ্কবত করেন নাই ।

য়াঁহারা করেন নাই তাঁহারা সুতরাং নির্গ্রন্থ হইতেও অনগ্ন ছিলেন এবং নগ্ন মহাবীরশিষ্যদের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তত এই অকটা বিষয়ে প্রভেদ ছিল । পরে এই প্রভেদ ক্রমে বাড়িয়া দিগম্ব-শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়দ্বয়র সৃষ্টি হয় ।

ব্রাহ্মনসন্তান ইন্দ্রভূতি গৌতম ও আরও দশজন মহাবীরের প্রধান শিষ্য ছিলেন । এই এগার জনকে 'গণধর' বা দলপতি বলা হইত । মহাবির সমগ্র শ্রমণসংঘকে এই গণধরদের অধিনে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন । প্রাচীন নির্গ্রন্থদের মধ্যে যে আচারশৌথিল্য দেখা দিয়াছিল তাহার অভিজ্ঞতার (এবং গোসালের ব্রতচ্যুতিরও স্মরণে) মহাবীর প্রথম হইতেই সংঘসম্বন্ধে কঠোর নিয়মাবলী পালনের প্রবর্তন করেন । বুদ্ধের রীতি এ বিষয়ে অন্যরূপ ছিল, তিনি প্রথমে বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রবর্তন করেন নাই । যখন কেহ অনাচার করিত তখন সে বিষয়ে বুদ্ধ নিয়ম প্রকাশ করিতেন, আবার ন্যায্য প্রয়োজনে সে নিয়মের ব্যতিক্রমেও অনুমতি দিতেন । মহাবীর কিন্তু প্রথমাবধিই কঠিন নিয়মপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন । ইহাতে সংঘের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছিল এবং ইহা মহাবীরের কর্মকুশলতার পরিচায়ক ।

বুদ্ধ প্রথমে নারীদের সংঘপ্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু মহাবীর নারীদের সংঘে গ্রহণে কোনো আপত্তি করেন নাই । প্রাচীন নির্গ্রন্থ-সম্প্রদায়ও বোধ হয় নারীরা সংঘে প্রবেশ করিতে পারিতেন । নারীদের সংঘ কিন্তু পৃথক সংগঠিত হইয়াছিল । শ্বেতাম্বর-মতে চন্দনা নাম্নী শ্রমণা 'সাধবী' বা সন্ন্যাসিনী-সংঘের প্রধানা ছিলেন ।

অসন্ন্যাসী গৃহস্থভক্তগণ, পুরুষ ও নারী উভয়েই, উপাসক-উপাসিকা বা শ্রাবক-শ্রাবিকা নামে সংঘের সঙ্গে সংযুক্ত হইতেন । গৃহস্থগণকে সংঘে সম্মানজনক স্থানদানে সংঘের স্থায়িত্ব বর্ধিত হয়, ইহাও মহাবীরের কর্মকুশলতার পরিচায়ক । পার্শনাথের নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়েও বোধ হয় গৃহস্থভক্তগণের বিশিষ্ট স্থান ছিল ।

## মহাবীরের মৃত্যু

প্রসিদ্ধি আছে গণধরদের মধ্যে মহাবীরের পূর্বেই রাজগৃহে মৃত্যু হয় । বাহাত্তর বৎসর বষয়ে মাবা নামক স্থানে (বর্তমানে পাটনা জেনার বিহার-শরীফ্ হইতে রাঁচি-গয়ার পথে ১৬ মাইল দূরে) মহাবীরের মৃত্যু হয় । বিবৃত আছে, কিন্তু অনশেন মৃত্যু জৈনধর্মানুসালে অতি প্রশংসনীয় হইলেও মহাবীর অনশনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন একথা জৈনরা বলেন নাই ।

অনশনে মৃত্যু জৈনমতে পাপনাশ ও মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই যিনি সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হইয়া কেবলজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে বোধ হয় ইহার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না ।

মহাবীরের জীবিতকালেই তাঁহার লক্ষ লক্ষ শিষ্য হইয়াছিল, জৈন-বিবরণে এরূপ মনে হয় । আধুনীক ঐতিহাসিকদের মতে কিন্তু মহাবীর-বুদ্ধের সময়ে এবং তাহারও অনেকদিন পর পর্যন্ত জৈন বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রায় মগধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছোট ছোট সঙ্ঘমাত্র ছিল ।

## সংঘের ইতিহাস

মহাবীরের মৃত্যুর পর গণধর ইন্দ্রভূতি গৌতম বারো বৎসর সংঘ নায়কত্ব করিয়া রাজগৃহে মারা যান । তাহার পর সুধর্মার পর তাঁহার শিষ্য জম্বু চব্বিশ বৎসর নায়কত্ব করেন । বারম্বার এই বারো ও চব্বিশ (১২ X ২) সংখ্যাটির অবতারণায় সন্দেহ হয় ইহাতে কৃত্রিমতা আছে । যখন সংঘের ইতিহস বিধিবদ্ধভাবে রচনা আরম্ভ হয় তখন ভক্তগণ বোধ হয় কে কাহার পর এবং কতদিনের জন্য সংঘনায়কত্ব করিয়াছিলেন বিভিন্ন মত আছে ।

মহাবীর ও বুদ্ধের যুগে বোধ হয় 'চার' সংখ্যাটি লোকপ্রিয় ছিল । ব্রাহ্মণ্য বেদও বোধ হয় এই সময়ে বাড়িয়া তিন হইতে চার হয় । বুদ্ধ চারটি আর্যসত্য, চারটী পূর্বনিমিত্ত,

আর্য অষ্ট (৪ X ২)- আঙ্গিক মার্গ প্রভৃতির কথা বলিয়াছিলেন । মহাবীরের অনেক বিশ্লেষণও চার ভাগো করা হইয়াছিল । পরে বহু বিষয়কে পাচ ভাগে ভাগ করার প্রবণতা জৈনশাস্ত্রেদেখা যায় । বৌদ্ধদের আটকে বাড়াইয়া আট সহস্র করা হয়, যেমন অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা । সস্কবত আট হইতে ক্রমে এগার ও তার পর বারো সংখ্যা লোকপ্রিয় হয়, তাই জৈনদের গণধর সংখ্যা এগার, মহাবীরকেও ধরিল বারো । গণধরদের সংখ্যা এগারতে দাঁড় করাইবার অন্য বোধ হয় কয়কজনকে ইন্দ্রভুতির ভ্রাতা বলা হইয়াছে । জৈনশাস্ত্রের সূলাংশকেও এগার বা বারো থানি 'অঙ্গ' বলা হয় । এক সময়ে যে আঠার (১২ X )সংখ্যাটি লোকপ্রিয় হয় তাহা দেখা যায় অষ্টদশ পুরাণে, অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতে, গীতার অষ্টদশ অধ্যায় প্রভৃতিতে । ১২কে ২গুণ বাড়াইয়া বোধ হয় জৈনরা ২৪জন তির্থংকর কল্পনা করিয়াছিলেন । ১২কে ২গুণ বাড়াইয়া ৮৪ ও তাহাকে সহস্র গুণিত করিয়া বৌদ্ধরা বলিয়াছিন অশোক ৮৪,০০০ স্তূপচৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং দিগম্বর জৈনরা বলেন তাঁহাদের একটি নানা সংখ্যা হইতে সেই সেই বিবরণ কথন প্রণীত হয় তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়; যেমন ১২-১২ সংখ্যাময় বিবরণগুলির কিছু পরবর্তি কালে রচিত হয়, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । ইহার উদাহরণ রূপে বলা যায় যে মহাবীর তাঁহার সমসাময়িক ধর্মমতগুলেকে যে চার ভাগে ভাগে করিয়াছিলেন, পরে দেখা য়ায় টিকাকারগণ বিভাগ-উপবিভাগ বাড়াইয়া তাহাকে ৩৬৩তে দাঁড় করাইয়াছিলেন ।

জৈনমতে ২৪জন তীর্থংকর ও ১১জন গণধরের পর কেবলমাত্র জম্বূই কেবলজ্ঞান

লাভে সমর্থ নহে । শ্বেতাম্বর জৈনশাস্ত্র লিখিত-আকারে যখন কংকলিত হয় তখন আধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থ জম্বূর প্রশ্নের উত্তরে সুধর্মার মুখের বিবৃতিরূপে বিন্যস্ত হয় । জম্বু-পরবর্তী গুরুগণের নাম-পরম্পরায় জৈনগণ একমত করেন, কিন্তু অধিকাংশ মতে জম্বূর পর পঞ্চম গুরু ছিলেন ভদ্রবাহু ।

## ভদ্রবাহু ও স্থূলভদ্র

ভদ্রবাহু সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং কয়েকথানি 'নিযুক্তি' বা শাস্ত্রটিকা এবং 'কল্পসূত্র' নামক শাস্ত্রগ্রন্থ চরনা করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধি আছে ভদ্রবাহুর সময়ে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃ. পূ. ৪ শতকের শেষভাগে) মগধদেশে দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বিক্ষার অভাবে (জৈনরা বলিয়াছেন গৃহস্থদের উপর ভিক্ষান্নর চাপ কমাইবার জন্য) একদল জৈনশ্রমণ ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত সুভিক্ষ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশে চলিয়া যান । যাঁহারা এই প্রবাসযাত্রা করেন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন, বর্ষীয়ান প্রবীণরা স্থুলভদ্রের অধীনে মগধেই তাকেন । ভিষণ দুর্ভিক্ষের মত অনশনমৃত্যুর উত্তম সুযোগ ছাড়িয়া নবীন সাধুরা কর্ণাটে চলিয়া গেলেন কেন ঠিক বুঝা যায় না । স্তুলভদ্রের অধীনে যাঁহারা মগধে রহিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা বার্ধক্য-সুলভ শীতবাতাদি-অসহনবশত বা অন্য যে কারণেই হোক বস্ত্রধারণ আরস্ক করেন । বোধ হয় দুর্ভিক্ষ-দুর্দিনে শাস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে পাটলিপুত্রে সভা আহুত হইয়া কয়েকখানি একটি অধুনালুপ্ত গ্রন্থ । জৈনগণ বলেন মহাবীরের শিক্ষা চতুর্দশ-'পুর্ব' (অর্থাৎ প্রাচীন০ নামক সংগ্রহে সর্বপ্রথম সংকলিত হয় কিন্তু তাহা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; শ্বেতাম্বর-মতে চতুর্দশ-'পুর্বে'ব কতিপয় অংশ স্থুলভদ্র 'দৃষ্টিবাদ' গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছিলেন যদিও এখন তাহা লুপ্ত ।

জৈনদের কিম্বদন্তী আছে য়ৌর্য চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ত্যাগ করিয়া জৈন সন্ন্যাসী হন এবং দক্ষিণভারতে তাঁহার মৃত্যু হয় ।

বারো বৎসর পরে দুর্ভিক্ষের অবসান হইলে ভদ্রবাহু-প্রমুখ দাক্ষিণাত্য প্রবাসীরা মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বষীয়ানগণের নগ্নতা ত্যাগ করিয়া বস্ত্রত্যাগ করিয়া বস্ত্রধারণ অমনোনীত এবং তাঁহাদের সংকলেত শাস্ত্র অপ্রামাণিক ও অগ্রাহ্য বলিয়া ঘোষণা করেন । ইহা লইয়া সংঘে বিতণ্ডা ও কলহ হয় । মহাবীরের জীবীতকালেই সংঘে দলভেদ আরস্ক হইয়াছিল

এবং প্রাচিন নির্গ্রন্থদের সবস্ত্রতা ও মহাবীর-প্রবর্তিত নগ্নতার মধ্যে বিভেদের একটি বীজ প্রথমাবধিই প্রচ্ছন্ন ছিল । এখন ভদ্রবাহু-দল কর্তৃক স্থূলভদ্র-দলের ক্রিয়াকলাপ অগ্রহণীয় হওয়ায় সেই বিভেদ ক্রমে মূর্ত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু তখনকার মত ভদ্রবাহুর প্রভাবই প্রধান্য লাভ করে এবং অপরেরা, বোধ হয় বার্ধক্যজনিত দৌর্বল্যবশত, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন । ভদ্রবাহুর মৃত্যুর পর স্থূলভদ্র সংঘনায়ক হন । এই সময়ে ক্রমে আরও দলভেদের সৃষ্টি হইতে থাকে । স্থূলভদ্রর পর মহাগিরি যখন সংঘস্থবির তখন অশাকের পৌত্র পশ্চিমভারতের রাজা সম্প্রতি জৈনদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সংঘকে বহু অর্থাদি দান করেন । এদিকে দলভেদও ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে অনুমান খৃ. ১ শতকে সংঘ পুরাপুরি 'দিগম্বর' (নগ্ন) ও 'শ্বেতাম্বর' বা 'সিতাম্বর' (শ্বেতবস্ত্রধারী) এই দুই প্রদান ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ।

## দিগম্বর-শ্বেতাম্বর বিভেদ

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মগম, দার্শনিক মত, আচার অনুষ্টান প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে বহু মতানৈক্য আছে । তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে এইগুলি ছ

১. মহাবিরের মূর্তি নির্মাণ করিতে হইলে দিগম্বর মতে তাহা অবশ্যই নগ্ন করিতে হইবে ।

২. দিগম্ব-মতে স্ত্রীলোক মোক্ষাধিকারিণী নয়, মোক্ষলাভের জন্য পুরুষজন্ম অবশ্য প্রয়োজন ।

৩. দিগম্বর-মতে মহাবীরের কখনও বিবাহ হয় নাই ।

৪. দিগম্বর-মতে সন্ন্যাসীগণকে অবশ্যই নগ্নতা গ্রহণ করিতে হইবে ।

## জৈনধর্মে অন্যান্য পরিবর্তন

কালক্রমে জৈনসংঘে বহু মতভেদ সৃষ্টির ফলে নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় । বৌদ্ধধর্ম্ম যরূপ মাতৃভূমি হইতে ক্রমে অপসারিত হইয়া মহাযান-রূপে হিন্দু অহিন্দু দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি প্রবর্তনের দ্বারা ভারতের প্রত্যন্তদেশগুলেতে আশ্রয় পায়, জৈনধর্মও সেইরূপ মগধ হইতে দুরবর্তি পশ্চিম ভারতের অংশবিশে ও দাক্ষিণাত্যে আশ্রয়

লাভ করে । কালক্রমে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে অনেক বিষয়ে জৈনগণ আপস করেন ।মন্দিরনির্মাণ, মহাবীর ও তীর্থংকরগণের মূর্তিপূজা, হিন্দু দেবদেবীগণের পূজা, জাতিভেদ ও পৌরোহিত্য প্রথা প্রভৃতি জৈনধর্মের মধ্যে গৃহীত হয় । মূর্তিপূজাবিরাধী সম্প্রদায়ও আছে । জৈনধর্ম য়ে ভারতে অথনও জীবিত আছে তাহার প্রধান করাণইহা সন্ন্যাসবাদী পন্থা হইলেও গৃহস্থ ভক্তসম্প্রদায়কে জৈনসংঘে স্তায়ী আসন দান করা হয় এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে বহু বিষয়ে জৈনঘণ আপস করেন ।

## জৈনদের শাস্ত্রসংগ্রহ

খৃ. ৫ ও ৬ শতকের মধ্যবর্তি কোনো সময়ে গুজরাটোর বলভী (বা বল্লভী) নগরে স্থবির দেবর্ধির (ইনি 'ক্ষমাশ্রমণ' নামে পরিচিত) নেতৃতে শেবাম্বরগণ সাস্ত্রসংগ্রহের উস্কেশ্যে সভা আহ্বান করেন । এই সভায় সংগৃহীত শাস্ত্র শ্বেতাম্বরগণের মধ্যে এখন জৈন-আগম বা জৈনসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত । এই সাস্ত্র অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, ছেদসূত্র, মূলসূত্র প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই বহু গ্রন্ত আছে । পরের অধ্যায়ে এইসব গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব । এই সাস্ত্রগ্রন্থগুলের উপর শ্বেতাম্বর পণ্ডিতগণ বৃহৎ বৃহৎ টিকাদিও রচনা করেন । দিগম্বরগণ কিন্তু এই শাস্ত্রের প্রামাণিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ।

আধুনিক পণ্ডিতগণ শ্বেতাম্বর-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন । এ বিষয়ে জার্মান পণ্ডিতগণের গবেষণা, বিশেষত আচার্য শূব্রিং (Schubring)- কৃত বিশ্লেষণ, অতি মূল্যবান । এই গবষণার ফলে ফণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের অনেক অংশ পাচীন, অনেক অংশ প্রাচীন নয় । 'চতুর্দশ-পূর্ব' নামক যে প্রাচীন অংশ মূখে মূখে বোধ হয় রক্ষিত হইয়া থাকীতে পারে এবং স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে পাটলিপুত্রে যে 'অঙ্গ' গ্রন্তগুলি সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাহাতে 'পূর্ব' শাস্ত্রের কিছু কিছু পরম্পরা-প্রচলিত অংশ অঙ্গীভূত হওয়াও অসম্বর নয় । স্থূলভদ্র-সংকলিত শাস্ত্রের বিবরণ যে সত্যই ঐতিহাসিক, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না । পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, স্থূলভদ্র যদি সত্যই শাস্ত্রীয় 'অঙ্গ'গুলি সংগ্রহ করিয়া তাকেন, তথাপি তাহা তাঁহার যুগে লিপিবদ্ধ-আকারে সংগৃহীত হয় নাই । 'অঙ্গ' গ্রন্তগুলি তথা শাস্ত্রান্তর্গত অন্যান্য গ্রন্থগুলি অনক দিন পর্যন্ত গুরুশিষ্যের মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত থাকিবার পর ক্রমে ক্রমে রিপিবদ্ধ হইতে

আরম্ভ করে । সেইসব মৌখিক আবৃত্তি ও কিছু লিখিত পুঁথিই দেবর্ধিকর্তৃক বলভীর পণ্ডিতসভার সংগৃহিত শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের ভিত্তি ।

কিন্তু পণ্ডিতগণের বিচারে যরূপ প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় দেবর্ধি-সংকলিত শাস্ত্র বলভীরসভায় শুধু সগৃহীতই হয় নাই, সম্বাদিতও হইয়াছিল । ইহার অর্থ এই যে প্রাচীর যে শাস্ত্রাংশগুলি দেবর্ধি সংকলন করেন তাহা গৌখিকই হউক বা রিখিতই হউক, কালক্রমে তাঁহার সময় পর্যন্ত বাড়িয়া তাহা যে আকারে দাঁড়াইয়াছিল সেই আকারই বলভিসভা তাহা লিপিবদ্ধ করেন, অতএব তাহাতে প্রাচীন অংশও যেমন কিছু ছিল তেমনি মহাবীর হইতে বলভীসভা পর্যন্ত সহস্রাধিক বৎসরের মধ্যে শাস্তের বাষা বিষয়বস্তু প্রভৃতিতে যেসব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাও প্রাচীনশাস্ত্র রূপেই হইয়াছিল । দ্বিতীয়ত, বলভীসভা এই সংগ্রহ-সংকলনের মধ্যে সমসাময়িক রচনাও কিছু যোগ করেন, একখানি গ্রন্থ স্বয়ং দেবর্ধিরই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; এইসবও সাস্ত্রের অঙ্গীভূত হয় । তৃতীয়ত আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে শ্বেতম্বর-শাস্ত্র এখন যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে দেবর্ধির পরবর্তি যুগেরও কিছু রচনা যে স্থান পাইয়াছে এরূপ অনুমানেরও যুক্তিযুক্ত কারণ আছে ।

বলা বাহুল্য যে, শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ওপরিণতিতে এই যেসব লক্ষণ

দেখা যায় তাহা শুধু শ্বেতাম্বর-শাস্ত্ররই বৈশিষ্ট্য নয় । বৌদ্ধ ব্রহ্মণ্য ও অভারতীয় বিবিধ প্রাচীন ধরমের শাস্ত্র-গবেষক আধুনিক পণ্ডিতগণ সেইসবও মধ্যে পরিণতি ও ক্রমবিকাশের এই ধারা ও ৭ণের পরিচয় পান ।

অধুনাপ্রচলিত শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রে একটি বিষয় প্রায় দেখা যায় যে কোনো গ্রন্থের বিষয়বস্তুরূপে প্রাচীন তালিকাতে যে বর্ণমা আছে, অধুনাপ্রাপ্য সেই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাহা হইতে সর্ম্পূর্ণ বিভিন্ন । এরূপ ক্ষেত্রে আধুনিক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, সেই প্রাচীন গ্রন্থ লুপ্ত বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থানে বলবীসভার পূর্বে হউক, সমকালে হউক বা পরে হউক, নূতন গর্ন্থ রচনা করিয়া প্রাচিন গ্রন্থের নামে সাস্ত্রের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই লক্ষণটিও শ্বেতাম্ব শাস্ত্র ব্যতিত অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্র-ইতিহাসেও দেখা যায় ।

অতএব শ্বেতাম্বর শাস্ত্র সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টি হইতে বিচারের সার ফল এই যে শ্বেতাম্বর-শাস্ত্র খৃ. ৫-৬ শকতে পূর্ণ বিধিবদ্ধ রূপে লিখিত-আকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু তাহার সব অংশ প্রাচীন নয় । যাহা প্রাচীন-রূপে বিবৃত তাহাতেও পরিণতির লক্ষণ বিদ্যমান । কিন্তু মহাবীরের সহস্রাধিক বৎসর পরে সংগৃহীত হইলেও এবং পরিণতি বা পরিবর্তনাদির লক্ষণ থাকিলেও এই শাস্ত্রের অনেক অংশ পালি বৌদ্ধশাস্ত্রর অনেকাংশের মত প্রাচীন ভিত্তির উপর রচিত, তাহা হইতে মহাবীর-যুগের ধারার আভাস পাওয়া যায় । উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যদিও শ্বেতাম্বরগণ নগ্ন নহেন তবুও তাঁহাদের শাস্ত্রে

মহাবীর বা তাঁহার সমকালীন শিষ্যগণকে সর্বত্র নগ্নরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে, কোথাও ইহার অপলাপ বা হ্রাস করা হয় নাই ।

শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রকে দিগম্বরগণ অর্বাচিন, অপ্রামাণিক ও সর্ম্পূর্ণ অগ্রাহ্য মনে করেন । শ্বেতাম্বর-শাস্ত্র অঙ্গ উপাঙ্গ প্রভৃতি যেসব বিভাগে বিভক্ত, দিগম্বর-মতে প্রকৃত প্রাচীন শাস্ত্রে ও ঐসব বিভাগে বিভক্ত ছিল বটে; যে-গ্রন্থগুলি শ্বেতাম্বরগণের অঙ্গ উপাঙ্গ প্রভৃতি বিভাগের অন্তর্গত, সেই নামের গ্রন্থ যে প্রকৃত প্রাচীন শাস্ত্রেও ছিল তাহাও দিগম্বরগণ অস্বীকার করেন না । কিন্তু দিগম্বরগণ বলেন সেই সেই প্রাচিন নামে শ্বেতাম্বরগণের মধ্যে যে গ্রন্থ আছে সে গ্রন্থ প্রামাণিক নয় । দিগম্বর-মতে প্রাচীন জৈনশাস্ত্রসর্ম্পূর্ণ লুপ্ত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।

## দিগম্বর-শাস্ত্র

প্রাচীন শাস্ত্র সর্ম্পূর্ণ লুপ্ত মনে করিলেএ দিগম্বরগণ কতকগুলি গ্রন্থকে শাস্ত্রতুল্য প্রামাণিক মনে করেন । এগুলি দিগম্বর-মতাবলম্বীগণ কর্তৃক পরবর্তি কালে রচিত গ্রন্থ । বলভীসভার পর শ্বেতাম্বরগণ যখন তাঁহাদের সংগৃহীত সাস্ত্রকে প্রামাণিক রূপে গ্রহণ ও প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন দিগম্বরগণও বোধ হয় উপলব্ধি করেন যে প্রাচীন সাস্ত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলাই পর্যাপ্ত নয় এবং শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রকে অপামাণিক বলাই যথেষ্ট নয়, তাঁহাদের নিজেদেরও শাস্ত্ররূপে কিছু গৃহীত হওয়া উচিত । এই প্রয়োজন বুঝিবার বোধ হয় তাঁহারা স্বসম্প্রদায়-রচিত কয়েকখানি গ্রন্ত প্রামাণিক শাস্ত্রকল্প-রূপে গ্রহণ করেন । এগুলি বর্তমানে প্রথমানু-যোগ, করণানুযোগ, দ্রব্যানুযোগ ও চরণানুয়োগ — এই চার ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের 'চতুর্বেদ' আখ্যা পায় । এই ভাগ ও তদ্-অন্তর্গত বিবিধ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিকে দিগম্বরগম শাস্ত্র তূল্য প্রামাণিক মনে করেন, যথা —

অনুমান খৃ. ১ শতকে কুন্দকুন্দ-রচিত গ্রন্থাবলী ।

কুন্দকুন্দ-শিষ্য উমাস্বামী-চরিত সটিক তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র বা সংক্ষেপে তত্ত্বার্থসূত্র । উমাস্বামী শ্বেতাম্বরগণ দ্বারা শ্বেতাম্বররূপে গৃহীত হন এবং তাঁহার নাম বলা হয় উমাস্বাতি, ইনি 'বাচক' আখ্যায় পরিচিত এবং তাঁহার রচিত তত্ত্বার্থসূত্র শ্বেতাম্বরগণও অতি প্রামাণিক

গ্রন্থরূপে গ্রহণ করেন, যদিও তাহার পাঠে ও ব্যাখ্যায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নতা আছে ।

অনুমান খৃ. প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে বট্টকের -রচিত মূলাচার ও ত্রিবর্নাচার ।

খৃ. ৭ শতকে রচিষেণ-রচিত পদ্মপুরাণ ।

খৃ. ৮ শতকে সমন্তভদ্র-রচিত সটিক আপ্তমীমাংসা ও রত্নকরণ্ড-শ্রাবকাচার ।

খৃ. ৮ শতকে জিনসেন-রচিত হরিবংশপূরাণ ।

খৃ. ৯ শতকে অপর একজন জিনসেন ও তৎশিষ্য গুণভদ্র-রচিত ত্রিষষ্টিলক্ষণ-মহাপুরাণ (প্রথমাংশের নাম আদিপুরাণ ও শেষাংশের নাম উত্তরপুরাণ) ।

ইহা ছাড়া অজ্ঞাত গ্রন্থকার কর্তৃক ও অজ্ঞাতকালে রচিত সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি ও জয়ধবলা নামক গ্রন্থএয়কেও দিগম্বরগণ শাস্ত্রতুল্য মনে করেন ।

## শ্বেতাম্বর-শাস্ত্র ও টিকাদি

জৈন-সিদ্ধান্ত বা জৈন-আগম নামে পরিচিত শ্বেতাম্বর-শাস্ত্র অর্ধমাগধী ভাষায় রচিত ।

এই ভাষা মাগধী প্রাকৃতের (যাহাকে বাংলা ভাষার জননী বলা যায়) একটী বিশিষ্ট রূপ, ইহাকে জৈন-প্রাকৃতত্ত বলা হয় । জৈনগণ এই ভাষাকে অর্থাৎ শাস্ত্ররচয়িতা ঋষিদের প্রাকৃত ভাষাও বলেন ।

শ্বেতাম্বর-শাস্ত্র মূলত সন্ন্যাসপন্থীদের শাস্ত্র । সন্ন্যাসধর্মের বিবিধ শিক্ষা ও নিয়মাবলী ইহার প্রধান বিষয় । অথাপি সন্ন্যাসজীবনের বিবরণ ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গত এই শাস্ত্রে প্রাচীনযুগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনর অনেক প্রতিবিম্ব দেকা যায় এবং তাহা ভারতেন লোক-ইতিহাস পর্যালোচকে পক্ষে মূল্যবান সামগ্রী । প্রাচীন ভারতীয় জীবনর ইতিহাস রচনায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সাহিত্য এবং পালি বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে তথ্য সংগ্রহের যরূপ চেষ্টা হইয়াছে, জৈনশাস্ত্র হইতে তাহা এখনও হয় নাই । পালিশাস্ত্রের তুলনায় শ্বেতাম্বর জৈনশাস্ত্র অনেক নীরস ও নির্জীব একথা সত্য বটে কিন্তু তথাপি তাহা নিঃস্ব বা রিক্ত নয়; তথ্যান্বষী এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে সার্থকশ্রম হইবেন ।

শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম সমাজ লোকজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যের অভাবনা থাকিলেও ইহা যে নীরস তাহার কারণ একে ইহা সন্ন্যাসবাদের, তাহাতে আবার কঠিন কৃচ্ছ্রমার্গের, শাস্ত্র । দ্বিতীয়ত ইহা এখন যে আকারে আমরা পাই তাহা বড়ই কৃত্রিম । পালি বৌদ্ধশাস্ত্র যেমন সরলতা ও স্বাভাবিকতা গুণে সজীব, সে তুলনায় শ্বেতাম্বর-শাস্ত্র জীর্ণ প্রাসাদের বহু প্রকোষ্ঠবিভক্ত কক্ষশ্রেণীর লৌহকঙ্কালের মত নিষ্প্রাণদৃঢ় । জীবন্ত মানুষ, ধর্মতত্ত্বর উপদেশ বর্ণণা ব্যাখ্যা হেতুবিচার কথোপকথন প্রভৃতির পরিবর্তে শ্বেতাম্বর-

শাস্ত্র বিবিধ বিষয়ের নানা বাগ-বিভাগ-উপবিভাগে বিশ্লেষণ-সমষ্টির সমাবেশ জটিল । ইহার কারণ এই মনে হয় যে, এই শাস্ত্রের বর্তমান মূর্তি গাড়িয়া উঠিয়াছিল শুধু ধর্মমাসকদের নয়, দার্শনিক মতপ্রচারক পণ্ডিত-সম্প্রদায়ে (School-men) হাতে ।ইঁহাদের কাছে বিধিবদ্ধ শ্রেণীবিভগে সব বিষয়কে আবদ্ধ করা ছিল ধর্মজ্ঞান্র বড় অংশ তাই ধরাবাঁধা ছাঁচে ঢালিয়া সব বিষয়কে সাজানো ইঁহাদের কাছে এক প্রধান্য লাভ করিয়াছিল । এ বিষয়ে তাঁহারা অতিবাহুন্যও করিয়াছিলেন, শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা বাড়াইবার ও সংখ্যা পূরাইবার প্রচেষ্টায় কৃত্রিমতার, এখন কি অবাস্তবেরও, আশ্রয় লইতে বাখ্যা হইয়াছিলেন ।

শ্বেতাম্বর-শাস্ত্র সাধারণত এইরূপে বিন্যাস করা হয় —

### ক. এগার (বা বারো) খানি 'অঙ্গ'

১. আয়ার ছ সংস্কৃত 'আচার' । অধিকাংশ গ্রন্থের নামে 'অঙ্গ' শব্দ যোগ করা হয় এবং প্রায় সব শাস্ত্রগ্রন্থকে 'সূত্র'ও বলা হয়, তাই পূর্ণনাম 'আচারাঙ্গসূত্র' প্রভৃতি বলা হয় । ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে সন্ন্যাসজীবনের বিধিনিষেধ । ইহা দুইটি অংশের সম্ষ্টি । আধুনিক বিচারে দ্বিতীয়াংশাটিকে পরবর্তি কালের চরনা মনে করা হয় ।

২. সূয়গড ছ সংক্ষেপে 'সূয়'ও বলা হয় । জৈন পণ্ডিতগণ ইহাকে সংস্কৃতে 'সূত্রকৃত' বলেন, কিন্তু আধুনিকগণ দেখায়াছেন যে তাহা ভুল, কারণ সং (সংস্কৃত) সূত্র শব্দ হইতে প্রো. (প্রাকৃত) সূত্ত শব্দ হয়, কথনই 'সূয়' হয় না । টীকাকারগণের ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায় সং সূচি বা সূচা শব্দের সঙ্গে 'সূয়' শব্দের সম্বন্ধ ছিল এবং সেইজন্য

আধুনিক মতে সং সূচকৃত অর্থাৎ সূচীকৃত বা সূচাকৃত শুদ্ধনাম হইবে । সূচী শব্দে জৈনগণ 'দৃষ্টি' বা (বিভিন্ন) মত, তাহার বর্ণনা ও নিরসন বুঝিতেন । এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইতেছে জৈনদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধমতের সমালোচনা । ইহাও দুইটি ভাগে বিভক্ত এবং আধুনিকগণ দ্বিতীয়ভাগকে পরবর্তিকালন রচনা মনে করেন ।

৩. ঠান : 'স্থান'; । ইহাতে ধর্মসম্বন্দীয় বিষয়াবলোকে এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যায় সাদৃশ্য আছে ।

৪. সমবায় : ইহার বিষয়বস্তু ৩ অঙ্গের অনুরূপ কন্তু গণনাসংখ্যা এক শত হইতে বহু সহস্রাদি পর্যন্ত । আধুনিকগণ ইহার অধীকাংস ভাগ অনেক পরবর্তি কালে রচিত মনে করেন ।

৫. বিয়াহপন্নত্তি : 'ব্যাখ্যা-প্রজ্ঞাপ্তি' । ইহাকে জৈনগণ 'ভগবতীসূত্র'ও বলেন । এহা জৈন মতবাদ, মহাবীর-যুগের নানা ঘটনা প্রক্ষৃতির সুদীর্ঘ সংকলন । আধুনিক বিচারে দেখা গিয়াছে ইহাতে নানা বিভিন্ন যুগের চরনা একত্রসন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।

৬. নায়াধম্মকহাও : 'জ্ঞান-ধর্মকথাঃ'। ইহাতে ধর্মশিক্ষামূলক উপাখ্যান ও কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । জৈনগণের কেহ প্রা. নায়া < সং জ্ঞাতা=জ্ঞাতৃবংশীয় মহাবীর মনে করেন

কিন্তু তাহা ঠিক নয় । টিকারই বলিয়াছেন 'জ্ঞাত' = দৃষ্টান্তত্মক কাহিনী, parable। এই গ্রন্থর দ্বিতীয় ভাগটির রূপ বিষয়বস্থু সঙ্কূর্ণ অন্যবিধ, ৭ ও ৯ অঙ্গদ্বয়র সহিত এই ভাগের সম্বন্ধ নিকটতর । আধুনিকগণ এই বাগকে অনেক পরবর্তি যুগের সংযোজনা মনে করেন ।

৭. উবাসগদসাও : 'উপাসকদশাঃ' । ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে দশ জন উপাসক বা গৃহী ভক্তের ব্রতপালন কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি ত্বারা সুফল নাভের দশটি আখ্যান ।

৮. অংতগভদসাও : 'অন্তঃকৃদ্দশাঃ' ।

৯. অণুত্তরোববাইয়দসাও : 'অনুত্তরোপপাদিকদশাঃ' ।

এই দুইটি গ্রন্তের বিষয়বস্তু হইতেছে সন্ন্যাস, কৃচ্ছ্রসাধন ও অনশন মৃত্যুর গরিমাবর্ধক উপাখ্যান । প্রাচীন তালিকায় এই গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহার সহিত বর্তমান গ্রন্থের কোনো সাদৃশ্য নাই । আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে আদি-গ্রন্থদ্বয় লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় নবগ্রন্থ রচনা করিয়া লুপ্তগ্রন্থের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

১০. পণ্হাবাগরণাইঁ : 'প্রশ্নব্যাকরণানি' । ইহাতে অহিংসাদি ব্রত পালনের সুফল বর্ণিত হইয়াছে । প্রাচীন তারিকায় এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে বিবরণ আচে তাহার সহিত বর্তমান গ্রন্থর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহার সহিত বর্তমান গ্রন্থের আদৌ মিল নাই । আধুনিক আলোচনায় দেখানো হইয়াছে যে লুপ্ত আদিগ্রন্থের স্থানে

সেই নামে নবরচিত গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে ।

১১. বিবাগসূয় : 'বিপাকশ্রুত' । জৈনগণ কেহ ভুল করিয়া বিপাক-'সূত্র' বলেন । ইহাতে পূণ্যকর্মের সুফল ও পাপ কর্মের কুফল প্রদর্শক আখ্যানাবলী আছে ।

১২. দিট্ঠিবায় : 'দৃষ্টিবাদ' । ইহা সংস্কৃর্ণ লুপ্ত হইয়াছে । ইহাতে নাকি প্রাচীন 'চতুর্দশ-পূর্ব' নামক শাস্ত্রের কিয়দংশ রক্ষিত হইয়াছিল ।

## খ. বারো খানি উবংগ : 'উপাঙ্গ'

১. উববাইয় : 'উপপাদিক' । টীকাকারগণ ইহাকে সং 'ঔপপাতিক' বলেন কিন্তু আধুনিক বিচারে তাহা ভুল । ইহাতে সূকর্ম-দুষ্কর্মের ফলে স্বর্গ-নরক ভোগ এবং সন্ন্যাসী ও গৃহীর পালনীয় নিয়মাবলীর বিবরণ আছে । গ্রন্থের প্রথম ভাগের সহিত দ্বিতীয় ভাগের কোনো যোগসম্বন্ধ নাই সুতরাং অনুমান হয় দুইটী বিভিন্ন রচনা ইহাতেসমষ্টীকৃত হইয়াছে ।

২. রায়পসেইজ্জ : টীকাকারগণ ইহার নাম সং 'রাজপ্রশ্নীয়' বলেন, কিন্তু আধুনিক মতে তাহা হইতে পারে না, কারণ সং প্রশ্ন > প্রা. পণ্হ বা পণ্হা হয়, পসেণ হয় না । ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে পএস বা পত্রসি নামক রাজার প্রশ্নর (ইহা হইতেি টিকাকারগণ ভুল করিয়া 'প্রশ্নীয়' অনুমান করিয়াছিলেন)উত্তরে কেশী নামক জৈনশ্রমণ কর্তৃক আত্মার অস্তিত্বপতমাণের বিবরণ । প্রা. পএস, পএসি = সস্কব প্রসেন বা প্রসেনজিৎ

এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের অনুমানে এই নাম হইতে গ্রন্থের নাম সং 'রাজপ্রসেনকীয়' হইয়াছিল । এই রাজা অবশ্য মহাবীর-বুদ্ধের সমসাময়িক কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ নহেন ।

৩. জীবাভিময় : জৈনগণ জীবাজীবাভিগম অর্থাৎ জীব + অজীব + অভিগমও বলেন । ইহাতে যাবতীয় প্রাণীবর্গের শ্রেণীবর্গের শ্রেণীভেদ বর্ণনা এবং দ্বীপসাগরাদি-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ আছে । আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন দ্বীপসাগর সম্বন্ধীয় অংশটী ৬ উপাঙ্গ গৃহীত হইয়া এই গ্রন্থে সন্নবিষ্ট বা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ।

৪. পন্নবণা : 'প্রজ্ঞাপনা' । ইহারও বিষয়বস্তু প্রাণিবৃন্ধের শ্রেণী-বিভাগ । গ্রন্থকারের সময় ঠিক জানা যায় না, অনুমান খৃ.পূ. ১ শতক ।

৫. সুরপন্নত্তি : 'সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি' ।

৬. জম্বুস্বীবপন্নত্তি : 'জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি' ।

৭. চংদপন্নত্তি : 'চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি' ।

এই তিনখানি গ্রন্থে ভূগোল, জ্যোতিষ, কালাবিভাগ, ব্রহ্মাণ্ডিসৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিবরণ আছে । আধুনিক পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, যাহাকে ৭ উপাঙ্গ বাল হয় তাহা সক্ষূর্ণত ৫ উপঙ্গেই সন্নিবিষ্ট আছে । সক্কবত ৭ উপাঙ্গ আদতে ভিন্ন গ্রন্থই ছিল কিন্তু পরে ৬ উপাঙ্গের সহিত সংযেজিত হয় ।

৮. নিরয়াবলিয়াও : 'নিরয়াবলী' ।

৯. কপ্পবডিংসিয়াও : 'কল্পাবতংসিকাঃ' ।

১০. পুপ্ ফিয়াও : 'পুষ্পকাঃ' ।

১১. পুপ্ ফচূলাও : 'পুষ্পচূলিকাঃ'; (°চুলা)

১২. বণ্হিদসাও : 'বৃষ্ণিদশাঃ' ।

এই পাঁচখানি গ্রন্থকে কখনও কখনও নিরয়াবলীসূত্র-নামন একখানি গ্রন্থেরই পাঁচটি ভাগরূপে বর্ণনা করা হয় । এগুলির আখ্যানবস্তু হইতেছে পুণ্যফলে স্বর্গবাস ও পাপফলে নরকবাসের

বর্ণনা । বোধ হয় এগুলি আদিতে এক গ্রন্থেরই অংশ ছিল, পরে উপাঙ্গের সংখ্যা বারোতে পূর্ণ করিবার প্রয়োজনে (করাণ অঙ্গের সংখ্যাও বালো বলিয়া প্রসিদ্ধি) এগুলিকে ভিন্ন গ্রন্থ বলিয়া গণনা করা হয় ।

## গ. দশ খানি পইণ্ণ : 'প্রকীর্ণ'

প্রকীর্ণ-শব্দের অর্থ যাহা ছড়ানো অর্থাৎ বিধিবদ্ধভাবে সাজানো নহে । প্রকীর্ণ-অন্তর্গত গ্রন্থের সংখ্যা ও নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায় । এখন যেসব গ্রন্থকে অন্যান্য পর্যায়ের মধ্যে ধরা হয়, কখনও তাহার কোনো কোনোটিকে প্রকীর্ণের মধ্যেও গণনা করা হয় । সাধারণত যেগুলিকে প্রকীর্ণ-প্রর্যায়ে এই গ্রন্থগুলি ধরা হয় —

১. চউসরণ : 'চতুঃশরণ' । ইহাতে অর্হৎ, সিদ্ধ, সাধু ওধর্ম এই চতুষ্টয়ের শরণগ্রহণাত্মক সুবাদি আছে । ইহা বিরভদ্র-রচিত বলিয়া প্রাচীন হইতে পারেন ।

২. আউরপচ্চক্খাণ : 'আতুরপ্রত্যাখ্যান' ।

৩. ভক্তপরিন্না : 'ভক্তপরিজ্ঞা' ।

৪. সংখার : 'সংস্তার' ।

৫. মহাপচ্চক্খাণ : 'মহাপ্রত্যাখ্যান' ।

এই চারখানির বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে অনশন মৃত্যুর গরিমা ।

৬. চংদাবিজ্ঝয় : আদুনিক মতে ইহার প্রকৃত নাম ছিল চংদাবেজঝগা, 'চন্দ্রকবেধ্যকাঃ' । ইহা সংঘের নিয়মাবলী পালন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ।

৭. গণিবিজা : 'গাণিবিদ্যা' । ইহা শুভাশুভ তিথিনক্ষত্রাদি নিরূপণ সম্বন্ধীয় ।

৮. তংদুলবেয়ালিয় : 'তণ্ডুলবৈচারিক' (বা ০বৈকালিক, ০বৈতালিক) । ইহা খাদ্য ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ।

৬. দৈবিংদতথয় : 'দেবেন্দ্রসুব' । ইহা দেবরাজগণের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় ।

১০. বিরখয় : 'বীরস্তব' । ইহা মহাবীরের বিভিন্ন নামের গুণবর্ণনা সম্বন্ধীয় ।

### ঘ. ছয় খানি ছেয়সুত্ত : 'ছেদসূত্র'

এখানে ছেদ-শব্দ ঠিক কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায় না । এই গ্রন্থগুলির নামেও পৌবাপর্য-বিভিন্নতা দেকা যায় —

১. নিসীহ : 'টীকাকারগণ ইহাকে সং 'নিশীথ' বলেন কিন্তু আধুনিক মতে এই নামটি প্রা. নিসেহ (নিষেধ) ও নিসীহিয়া (সাস্ত্রপাঠকালে উপবেশন-স্থান) শব্দদ্বয়ের মিশ্রণ-উদ্ভূত । ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে দৈনিক জীবনের নিয়মাবলী ভঙ্গের সাস্তির বিধিব্যবস্থা ।

আধুনিক বিচারে ইহাকে অনেক পরবর্তী কালের চরনা মনে করা হয় । ইহার শেষাংশে ত ছেদসূত্রের অধীকভাগ অঙ্গীভূত হইয়াছে এবং ১ অঙ্গ হইতেও কিছু অংশ সংয়োজিত হইয়াছে । আচার্য শূরবিং মনে করেন এই গ্রন্থটির ও ত ছেদসূত্রটির মূলে সস্কব একখানি প্রাচীনতর কোন গ্রন্ত ছিল ।

২. মহানিসীর : ইহাকে কখন কখনও ৬ ছেদসূত্ররূপেও উল্লেখ করা হয় । ইহার বর্ণনাবিষয় হইতেছে পাপস্বীকার, প্রায়শ্চিত্ত, পাপকর্মের কুফল প্রভতি । এই গ্রন্থের বর্তমান মূর্তিকে আধুনিক পণ্ডিগণ অপ্রাচীন মনে করেন এবং শূব্বিং বলিয়াছেন যে প্রাচীন গ্রন্থ লোপ পাওয়ায় তাহার স্থানে এই নবীন রচনা চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

৩. বরহার : 'ব্যবহার' ।

৪. আয়ারদসাও : বা দসাসুয়ক্খংধ, সংক্ষেপে দসাও, 'আচারদশাঃ', বা দশাঃশ্রুতস্কন্ধ, সংক্ষেপে 'দশাঃ' ।

৫. কল্প : 'কপ্প'; ইহাকে বৃহৎ '(সাধু) কল্পসূত্র'ও বলা হয় ।

এই তিনখানি গ্রন্থকে কখনও আবার অকত্রে 'দশাঃকল্পব্যবহার' নামক একথানি শ্রুতস্কন্ধ বা গ্রন্থও মনে করা হয় । আধুনিক মতে এই তিনখানিই ছেদসূত্রপর্যায়ের সূলাংশ এবং শাস্ত্রের প্রাচীনতম সূরের অন্তর্গত । ৩ ছেদসূদ্রটি ৫ ছেদসূত্রের সঙ্গেও সযোজিত হইয়াছে ।ে তিনখানি গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু হইতেছে সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলী । ৪ ছেদসূত্রটি ভদ্রবাহু-

রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ইহার অষ্টম পরিছেদটি 'ভদ্রবাহু-কল্পসূত্র' নামেও অভিরিত হয় । কথিত আছে যাঁহারা প্রাচীন 'চতুর্দশ পূর্ব' শাস্ত জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে ভদ্রবাহুরই শেষ ব্যক্তি এবংতিনি ৯ 'পূর্ব' হইতে ৩ ও ৪ ছেদসূত্র সংকলন করেন কিন্তু যাহা 'ভদ্রবাহু-কল্পসূত্র' নামে রিচিত তাহা তিনটি বিভিন্ন রচনার সমষ্টি এবৎ তিনটিরই রচয়িতা ভদ্রবাহু হইতে পারেন না । প্রথম রচনাটির নাম 'জীনচরিত্র', ইহা মহাবীর প্রভৃতি তির্থংকরগণের অলংকারবহুল বর্ণনাময় কাব্যোপম জীবনী । দ্বীতিয় রচনাটির নাম 'স্থাবিরাবলী', ইহা বিভিন্ন শাখা, সম্প্রদায় ও গুরুগণের নামতালিকা যেহেতু এই তালিকায় ভদ্রবাহুর অনের পর পর্যন্ত বৃত্তান্ত স্থান পাইয়াছে সেহেতু ইহা ভদ্রবাহুবচিত বলিয়া মনে করায় সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক তৃতীয় রচনাটি বোধ হয় প্রাচীনতম, ইহার নাম প্রা. সামায়ারী, জৈন-পণ্ডিতগণ সং 'সামাচারী' বলীয়া তাকেন কিন্তু 'সাময়াচারিক'ই সস্কব শুদ্ধনাম; ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে 'পর্যুষণ' বা বর্ষাবাসের সময়ে সন্ন্যাসীদের পালীয় নীয়মাবলী । সমগ্র ভদ্রবাহু-কল্পসূত্রকে 'পরুষণাকল্প'ও বলা হয়, যদিও বস্তুতপক্ষে তাহা শুধু এই তৃতীয় চরনাটী সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য । ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে তৃতীয় চরনাটীই প্রচীনতম ও প্রধান অংশ ।

জৈনপ্রসিদ্ধ আছে জিনচরিত্র , স্থবিরাবলী ও সাময়াচারিক প্রথমে শাস্ত্রান্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত না, দেবর্ধিই এগুলিকে সিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত করেন ।

প্রাচীনতম ও প্রকৃত কল্পসূত্র হইতেছে৫ ছেদসূত্রটি । সন্ন্যাসজীবদের নিয়মাবলী সম্বন্ধে

ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিক গ্রন্থ ।

৬. পংচকপ্প : 'পঞ্চকল্প' । ইহা লোপ পাইয়াছে এবং ইহার পরিবর্তে জিনভদ্র-রচিত জীয়কপ্প, 'জীতকল্প'কে কখন কখনও ৬ ছেদসূত্র বলা হয় । 'জীত' শব্দ জ্যা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ 'প্রাচীন' । গ্রন্থকার জীনভদ্র বা জীনভট খৃ. ৮ শতকের বিখ্যাত জৈনপণ্ডিত হরিভদ্রের গুরু ছিলেন । এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুও সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলী । 'মূলসূত্র' পর্যায়ের অন্তর্গত পিণ্ডনির্যুক্তি ও ওঘানির্যুক্তিকে, অথবা তাহা অপেক্ষা অন্ক নবীন ২ ছেদসূত্র মহানিসিহকে, কখনও কখনও ৬ ছেদসূত্র বলা হয় ।

ছেদসূত্র-পর্যায়ের অন্তর্গত গ্রন্থাগুলির মধ্যে কোনো মূলমত ঐক্যবন্ধন নাই বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন এগুলি সমগ্রাকারে অনেক দিন পর্যন্ত শাস্ত্রের অঙ্গিভূত হয় নাই ।

## ঙ. চারখানি মূলসুত্ত : 'মূলসূত্র'

'মূল' শব্দ এখানে ঠিক কি অর্থে প্রর্যুকক্ত হইয়াছে বুঝা যায় না । টিকা হইতে পৃথকভাবে উল্লেখে আদিগ্রন্থকে সাধারণত 'মূল' বলা হয়: এই গ্রন্থগুলির প্রাচীন ও অতিমূল্যবান টীকা খাকায় হয়তে এগুলির ঐ নাম হইয়াছিল, অথবা সন্ন্যাসজীবনের মূলে বা প্রথমারম্ভেই পঠনীয় ছিল বলিয়াও গ্রন্থগুলির উক্ত নাম হইতে পারে, সূব্বিং এরূপ অনুমান করেন ।

১. উত্তরজঝায়া, উত্তরজঝয়নাই : 'উতরাধ্যায়াঃ, উত্তরাধ্যায়ন' । এগুলি মহাবীরকাথিত

বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলেও ৭ অধ্যায়টি কপল-নামক কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রচিত বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে । এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইতেছে ধর্ম, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধিয় উপদেশ ।

২. আবসময় (নিজ্জুক্তি) : 'আবশ্যক (নির্যুক্তি)', বা 'ষড়াবশ্যক' । ইহা ভদ্রবাহুরচিত নির্যুক্তির সহিত অকটিভূত । ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে 'অবশ্য' পালনীয় ধর্ম নিয়মাদির উপদেশ ।

৩. দসবেয়ালিয় : 'দশবৈকালিক' । ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলী । ইহা শয্যম্ভব-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; মহাবীরের প্রায় অকশত বৎসর পরে যে শয্যম্ভব সংঘনায়ক হইয়াছিলেন, ইনি সেই ব্যক্তিই কিনা বলা যায় না ।

২ ও ৩ মূলসূত্রর টিকায় বিবিধ ধর্ম নিয়মোপদেশাদির ব্যাখ্যাপ্রঙ্গে বহু প্রাচীন আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে ।

৪. পিণ্ডনিজ্জত্তি : 'পিণ্ডনির্যুক্তি' । ইহা ভদ্রবাহু সন্ন্যাসীগণের আহার, ভিক্ষাদি বিষয়ক গ্রন্থ । ইহার পরিবর্তে কখন ভদ্রবাহু রচিত ওহনিজ্জক্তি 'ওঘনির্যুক্তি'কেও ৪ মূলসূত্র বলা হয়, ইহার বষয়বস্তু হইতেছে সন্ন্যাসজীবনের ওঘ=প্রবাহ বা 'সাধারণ নিয়মাবলীর বিবরণ । ওধনির্যুক্তিকে কখনো ৩ মূলসূত্রও বলা হয় পক্খীয়সূত্ত, 'পাক্ষিকসূত্র'কেও কখনো ৪ মূলসূত্র বলা হয়, ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে এক পক্ষ বা দুই সপ্তাহের পাপস্বীকার সম্বন্ধীয় নিয়মাদি ।

### চ. দুই খানি বিশে, গ্রন্থ : নন্দী ও অনুত্তগদারা(হঁ),

### 'অনুযোগদ্বারীণী, °দ্বার'

এই শাস্ত্রাংশের নাম কখনও মূলসূত্র-পর্যায়ের পূর্বেও উল্লিকিত হয় । উভয়গ্রন্থই জৈনশাস্ত্রীয় যাবদীয় বিষয়ের বৃহৎ কেষম্বরূপ । স্বয়ং দেবদি 'নন্দী'.ব রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থদ্বযকে আবার অখনও প্রকীর্ণপর্যায়ের মধ্যে করা হয় ।

আরত্ত কয়েকখানি গ্রন্থকে প্রায় পরিশিষ্টরূপে কখনও কখনও শাস্ত্রের মধ্যে ধরা হয়,

যথা ইসিভাসিয়াইঁ, 'ঋষিভাষিতানি'; অংগচূলিয়া, 'অঙ্গচূলিকা'; বগ্‌গচূলিয়া (ভুল করিয়া বিবাহচূ°), 'ব্যাখ্যাচূলিকা'; অংগবিজ্‌জা, 'অঙ্গবিদ্যা' । এই গ্রন্থগুলির বর্তমান মূর্তি আধুনিক মতে বড়ই অপ্রাচীনবৎ প্রতীয়মান হয় এবং সন্দেহ হয় ঐ নামের লুপ্ত গ্রন্থের স্থানে এগুলিকে চালানো হইয়াছে ।

## শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের টীকাদি

শ্বেতাম্বর-সাস্ত্রের যেসব টিকাদি রচিত হইয়াছিল তাহাও অতি বিস্তীর্ণ । ভদ্রবাহু-রচিত নির্যুক্তিগুলিই প্রাচিনতম টিকা, উপরে বলা হইয়াছে যে ইহার মধ্যে দুইকানি (পিণ্ডনি° ও ওমনি°) শাস্ত্রের মধ্যেই পরিগণিত হয় । জৈন কিম্বদন্তী আচে যে ভদ্রবাহু দশ খানি শাস্ত্র গ্রন্থের নর্যুক্তি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন এই নামের একাধিক গ্রন্থকার ছিলেন । প্রথম ভদ্রবাহু খুই সস্কব খৃ. পূ. ৪ বা ৩ শতকের লোক । দ্বিতীয় ভদ্রবাহু সস্কব খৃ.পূ. ১ শতকের লোক । খৃ. ৫ শতকের কাছাকাছিও ঐ নামের এক বা একাধিক গ্রন্থকার ছিলে মনে হয় । প্রাকৃতে রচিত নির্যুক্তিগুলিকে বাড়াইয়া পরে প্রাকৃতে ভাষ্য ও চূর্ণ রচিত হয় এবং তাহা হইতে আবার সংস্কৃতে টিকা, বিবরণ, বৃত্তি অবচূর্ণী রচিত হয় ।

শাস্ত্র-টীকাদিকারগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইতেছেন খৃ. ৮ শতকের বিখ্যাত গ্রন্থকার হরিভদ্র (বিভিন্ন সময়ে এই নামের একাধিক ব্যক্তির ছিলেন); ৯ শতকের শীলাংক বা শীলাচার্য; ১০-১১ শতকের শান্তিসূরি, দেবেন্দ্রগণী ও অভয়দেব; ১২ শতকের অতিবিখ্যাত গ্রন্থকার 'কলিকালসর্বজ্ঞ'আখ্যাপ্রাপ্ত হেসচন্দ্র (বিভিন্ন সময়ে এই নামের আছে লোকও ছিলেন); এবং ১৪ শতকের মলয়গিরি ।

## ধর্ম-দার্শনিক গ্রন্তাদি ও গ্রন্থকারগণ

মহাবীরের শিক্ষা, জৈনধর্মের বিবিধত্ব ও দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্বেতাম্বর-দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । জৈনধর্মের মতবাদ আলোচনা করিবার পূর্বে এগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ কয়েকটি নামের উল্লেখ করিব ।

কুন্দকুন্দ ও উমাস্বাতির (বা উমাস্বামী) নাম পূর্বে বলা হইয়াছে ইঁহার দু জনেই উভয়

সঙ্ক্রদারই সম্মানার্হ । কন্দকুন্দ-রচিত পবয়ণসার (প্রবচনসার), পংচখিকায় (পঞ্চাস্তিকায়) প্রভৃতি সাতখাদি গ্রন্থ পাওয়া.যায় সস্কব আরত্ত ছিল ।

উমাস্বাতি-রচিত তত্ত্বার্থসূত্রের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে । ইনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন ।

বট্টকেরর নাম পূর্বে করা হইয়াছে । কার্তিকেয়স্বামীও (দীগম্বর) খৃ. প্রথম কয়েক শতকের লোক ।

অনুমান ৬ শতকের পূজ্যপাদ (বা দেবনন্দী, জিনেন্দ্রবুদ্ধি) বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন । অনুমান ৭ শতকের সিদ্ধসেন দিবাকর খ্যতনামা গ্রন্থকার ছিলেন ।

৮ শতকের সমন্তভদ্র (দীগম্বর), বিদ্যানন্দ (দিগম্বর), অকলংক দিগম্বর, এই নামের পরে অন্য ব্যক্তিও ছিলেন) ও হরিভদ্র (এই নামের অন্য ব্যক্তিও ছিলেন) এবং ৯ শতকের গুণভদ্র (দিগম্বর, ইহাই মামের একাধিক ব্যক্তি ছিলেন) বহু গ্রন্থ রচনা করেন ।

১০. শতকের দিগম্বর নেমিচন্দ্র (বা 'সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী') দ্রব্যসংগ্রহ গৌম্মটসমার নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা ছিলেন । 'গোম্মট' হইতেছে আদি তীর্থংকর ঋষভদেবের পূত্রর নাম; নেমিচন্দ্রের শিষ্য অমুণ্ডিরায় মহীশূরের শ্রবণ বেলগোল নামক স্থানে গোম্মটের সুবৃহৎ পরবর্তি স্থাপনা করেন । নেমিচন্দ্র নামে পরে অন্য লোকও ছিলেন ।

১০. শতকে অমৃতচন্দ্র দেরসেন (দিগম্বর) ও শাস্থিসূরি কয়েখখানি গ্রন্থ রচনা করেন ।

১১. শতকের 'মলধারী' হেমচন্দ্র ও অমিতগতি (দিগম্বর) বিখ্যাত ছিলেন ।

১২. শতকের 'কলিকালসর্বজ্ঞ' হেমচন্দ্র অতিবিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মবিষয়ে বহু গ্রন্থেন রচয়িতা ছিলেন ।

১৩. শতকের আশাধারী (দিগম্বর), মল্লিষেন ও দেবেন্দ্র (এই নামের অন্য লোকও ছিলেন) রচিত গ্রন্থাবলী প্রসিদ্ধ ।

১৫ শতকে সকলকীর্তে (দিগম্বর) ও শ্রুতসাগর কর্তৃক কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয় ।

১৬ শতকে ধর্মসাগর, বিনয়বিজয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন ।

১৭ শতকের যশোবিজয় বিখ্যাত ছিলেন । তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও দিগম্বর-শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মিলনচেষ্টা করিয়াছিলেন ।

## ন্যায়শাস্ত্র : স্যাদ্‌বাদ

ধর্ম-দর্শনের অঙ্গরূপে জৈনসূরিগণ ন্যায়শাস্ত্রের সমধিক চর্চা করেন । অপর-ধর্মমতাবলম্বীগণের ভ্রান্তি প্ররোচক হইয়াছিল । জৈনগণ স্বীয় দার্শনিক মতবাদকে 'অনেকান্তবাদ' বলেন, অর্থাৎ যাহাতে কোনো বিষয়কে অকটিমাত্র দৃষ্টিকোণ হইতে দেকার (একান্তবাদ) পরিবর্তে বহু দৃষ্টিকেণ হইতে বিবেচনা করা হয় । তাঁহাদের ন্যায়রীতেতে যে-কোনো বিষয়ের বিবিচনা সাতটি দৃষ্টিভঙ্গি হইতে করা হয়, তাই তাহার নাম 'সপ্তভঙ্গী ন্যায়' । ইহাতে সম্ভাবনা-সূচন 'স্যাৎ' অর্থাৎ 'হয়তো' বা 'হইতে পারে' শব্দটি প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গির অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া এই ন্যায়কে 'স্যদ্‌বাদ' নাম দেওয়া হয় ।

এই ন্যায়ের ভঙ্গিগুলি এইভাগে প্রকাশ করা হয়, যমন যে-কোনো বিষয় সম্বন্ধে বলা যায় যে উহা ১. স্যান্ নাস্তি, হইতো আছে, হয়তো তাহা সেরূপ হইতে পারে ২. স্যান্ নাস্তি, হয়তো তাহা নাই, ৩ স্যাদ্ অস্তি নাস্তি, হয়ত আছেও নাইও, ৪, স্যাদ্ অবক্তব্যঃ হয়তো তাহা অবক্তব্য অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া বলা যায় না, ৫. স্যান নাস্তি অব্যক্তব্যঃ, হয়তে তাহা আছেও অব্যক্তব্যও, ৬. স্যান্ নাস্তি অব্যক্তব্যঃ, হয়তো তাহা নাইও অব্যক্তব্যও, এবং ৭. 'স্যাদ্ অস্তি নাস্তি অব্যক্তব্যঃ হয়তো তাহা আছেও, নাইও এবং অব্যক্তব্যত্ত ।

বলা বহুল্য এই ন্যায় খুব সহজবোধ্য বিষয় নহে এবং ইহার পরিপূষ্টটিসাধনে জৈন নৈয়ায়িকগণ অতি তীক্ষ্ন মেধা ও সূক্ষ্ম বিশ্লষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন । কালক্রমে এই ন্যায় জৈনপণ্ডতসমাজে এরূপ প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করে যে তাঁহাদের সমগ্র দার্শনিক মতবাদ, এমনকি ধর্মতত্ত্বও, 'স্যাদ্‌বাদ্' নামে আখ্যাত হয় ।

ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থের মধ্যে সবিষেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে । সিদ্ধসেন দিবাকর রচিত ন্যায়াবরাত, সম্মতিতর্কপ্রকরণ ও জনরর্ক-বার্তিক সমস্কভদ্র রচিত আপ্তমীমাংসা ও যুক্ত্যনুশাসন; হেমচন্দ্র রচিত অন্যযোগব্যবছেদ-দ্বাত্রিংশিকা (ইহা বীতরাগনস্তুতি নামেও পরিচিত) ও প্রমাণমীমাংসা; অকলংক (দিগম্বর) রচিত লঘীয়স্ত্রয় ।

ধর্ম, ধর্শন এবং ন্যায় বিষয়ক প্রত্যেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপর বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বহু

টিকাদিও রচনা করিয়াছিলেন । এই টিকাগ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক রচনা সেই সেই বিষয়ে প্রমাণিক স্বাধীন গ্রন্থেরই আসন পাইয়া থাকে ।

## জৈনধর্ম ও দার্শনিক মতবাদ

জৈনধর্মের মতবাদ ও শিক্ষা শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থে বহু বার পূনরুক্ত হইয়াছে, যদিও এইসব পূনরুল্লেখগুলির মধ্যে সর্বদা ঐকা নাই, অনেক স্থানে কিছু কিছু যোগবিযোগ আছে এবং বিবৃতি বিধিবদ্ধ বাবে করা হয় নাই । আচার্য শূব্রিং মনে করেন আচারাঙ্গ, সূচাকৃতাঙ্গ ও উত্তরাধ্যয়ন এই তিনখানি গ্রন্থের অংশবিশেষিই ধর্মদর্শনবিষয়ক প্রাচীনতম আলোচনা ও সিক্ষা পাওয়া যায় ।

পরবর্তি কালের সূরিগণ বিধিবদ্ধভাবে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার উস্কেশ্য যেসব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে উমাস্বাতি-বিরচিত তত্ত্বার্থ (অধিগম)-সূত্র প্রামাণিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় । উমাস্বাতি ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মশিক্ষাগুলি যেভাগে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে শৃঙ্খনা-রীতিও সর্বদা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্মত নয় । দ্বিতীয়ত, উমাস্বাতির বিবৃতির ব্যাখ্যায়ও জৈনসূরিগণ সস্ক্রদায়ভেদে বহু বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু তথাপি বর্তমান আলোচনায় আমরা উমাস্বাতির বিবৃতি অনুসলণ করিব, অবশ্য যেখানে ব্যাখ্যায় সস্ক্রদায়মত বিভিন্নতা গুরুতর সেখানে আধুনিক পণ্ডিতগণের নির্দিষ্ট মার্গই অনুসৃত হইবে ।

জৈনধর্মের মতবাদ সর্বত্র সুগম নয় । ইহা প্রধানত দুইটি কারণ-বশত, প্রথম ইহার প্রাচিনতা ও দ্বিতীয় ইহার শ্রেণীভেদরিতির জটিলতা । আমরা সংক্ষেপে অতি প্রধান ও মৌলিক বিষয়গুলিই মাত্র নির্দেশ করিব ।

## নয়টি বা সাতটি তত্ত্ব

সমগ্র জৈনশিক্ষাকে নয়াটি 'তত্ত্বে' বর্ণনা করা হয়, কেহ এগুলিকে 'পদার্থ'ও বলেন ।

এই তত্ত্বগুলি হইতেছে জীব, অজীব, পূণ্য, পাপ আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ । দিগম্বর-মতে এবং শ্বেতাম্বর-গণের কাহারও মতে পূণ্য ও পাপ স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়, পূন্য সংবরের এবং পাপ আস্রবের অন্তর্ভুক্ত । তত্ত্বগুলির সংখ্যা আমরাও সাতই ধরির ।

## ১. জীব

জীব বা আত্মার অস্তিত্ব জৈনধর্মের প্রথম তত্ত্ব । জীবের অস্তিত্ব অনাদি ও অনন্ত, যদিও তাহার 'পরিণাম' বা অবস্তার পরিবর্তন আছে । সংখ্যা বেদান্ত ও বৈশোষিক মতে জীবাত্মা অপরিণামী অর্থাৎ তাহা ধর্মবস্থায় সর্বসময়ে অপরিবর্তিত থাকে; অতএব এ বিষয়ে জৈন বরর্ণা খুবই ভিন্ন । জীব অনন্তগুণ-সক্ষন্ন কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষণ হইতেছে জ্ঞান বা চৈতন্য । ইহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ ।

জীব বা আত্মা সক্রিয় অর্থাৎ তাহার ক্রিয়াশক্তি আছে । এ বিষয়েও জৈন ধারণা সাংখ্যা-বেদান্ত হইতে বিভিন্ন । সাংখ্য-বেদান্তে জীবাত্মা ক্ষত্রিয় সাক্ষীস্বরূপ, 'প্রকৃতিই সফল ক্রিয়ার কারক, কিন্তু জৈনমতে জীবই সকল ক্রিয়ার কর্তা । স্বকৃত কর্মফলে জীব সংসারজন্মে আবদ্ধ হয়, জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ স্বর্গনরকাদি ভোগ করে এবং কর্ম নাস হইলে সাক্ষ লাভ করে । জীব স্বয়ংই সক্ষূর্ণ স্বভাগ্যবিধায়ক । তাহার মন আয়ু প্রভৃতি সবই তাহার স্বকর্মফল-অনুযায়ী হয় ।

জীব অদৃস্য অস্পৃশ্য ইত্যাদি হইলেও তাহার একটা আয়তন আছে । জীব যথন যে দেহ ধারণ করে, তাহার আয়তন তদনুরূপ হয় । এ বিষয়েও জৈনমত সাংখ্য-বেদান্ত হইতে বিভিন্ন । সাংখ্যা-বেদান্তে জীবাত্মা কোনো আয়তন নাই । জৈনধর্মের আয়তনবান্ জীবাত্মা-প্রাচীন বা আদিম বিশ্বাসের পরিচায়ক; আত্মাসম্বন্ধীয় চিন্তার ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যাই দেহের কোনো বিশিষ্ট প্রদেশে (যেমন আভিমূল-নিম্নে বা হৎপদ্মে বা ভ্রূমধ্যে বা ব্রহ্মতালুতে) আত্মার অবস্থান কল্পিত হয় এবং যত ক্ষুদ্রই হউক আত্মার একটা আয়তন কল্পিত হয় (যেমন কঠোপনিষদের মত উচ্চাঙ্গের চিন্তায়ত্ত আত্মার 'অঙ্গুষ্ঠ-আয়তন( । বুদ্ধ য়েসব কারণে আত্মায় বিশ্বাসেব বিরাধী ছিলেন তাহার মধ্যে বোধ হয় ছিল ও কঠোরপনিষদ প্রভৃতির আত্মা-আয়তনে বিশ্বাস ।

দৈহধারী জীবগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রেণিবিভাগ জৈনগণ করিয়াছেন । কর্মফলে সংসারবদ্ধ

জীব দেব নারকী মনুষ্য বা তির্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে । দেব ও নারকীগণের এবং স্বর্গ-নরকে নানাবিধ শ্রেণী বর্ণনার আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই । দিই জীবের পূরুষ স্ত্রী ক্লীব এই তিন লিঙ্গভেদ হইতে পার । পূর্বজন্মে কর্মানুসারে জীবদেহের আয়ুপরিমাণ, শ্বাসপ্রশ্বাস শক্তি, দেহ-মন-বাক্ শক্তি এবং এক হইতে পাঁচ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি নিরূপিত হয়, এই সমুদায়কে প্রাণশক্তি বলা হয় ।

পৃথ্বী (মৃত্তিকা, খানিজ দ্রব্যাদি), জল বায়ু, অগ্নি ও বনস্পতি (বৃক্ষলতা), এইগুলি একোন্দ্রিয় (শুধু স্পর্শাশাক্তিবান) জীব ইহাদেরও শ্বাস ও আয়ুশক্তি নির্দিষ্ট আছে । ইহাবাই নিম্নতম দেহধারী জীব । স্বকর্মফলে জীব অতঃপর ক্রমে উত্তরোত্তর অধীক প্রাণশক্তিবার দেহ লাভ করিতে পারে, যেমন কৃমি কেঁচো জোঁক শামুক ওকীটাদি দ্বীন্দ্রিয়-শক্তিবান; পিপীলিকাদি ত্রীন্দ্রিয়; মৌমাছি বোল্তা মশ বিছা মাছি পরঙ্গাদি চতুবিন্দ্রিয়; দেব, নারকী, মনুষ্য ও পশুপক্ষী পঞ্চেন্দ্রিয় । 'সম্মূর্চ্ছন' নামক এক প্রকার অতিপ্রাকৃত বা অলৌকির অযোনিজন্ম-জাত মনুষ্য ও পণ্ডিপক্ষী ছাড়া সব পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের মধ্যে আছে । মনোবান্ সকলেরই সংজ্ঞ বা হিতাহিতবুদ্ধি আছে ।

## লেশ্যা

দেহধারী জীবের বিবিধ মনোভাবকে 'লেশ্যা' বলা হয় । লেশ্য ছয় প্রকার এবং প্রত্যেক লেশ্যার স্বকীয় স্পর্শ গন্ধ বর্ণ ও স্বাদ আছে । কৃষ্ণ লেশ্যা সর্বনিকৃষ্ট, ইহার গন্ধ স্পর্শ ও স্বাদ অতি অপ্রীতিকর, ইহার প্রভাবে জীব ভয়ংকর পাপকর্মাদি করে । কৃষ্ণ অপেক্ষা নীল এবং নীল অপেক্ষা কপোতবর্ণ (ধূসর) লেশ্যা ক্রমে করা অশুভকর । এই তিনটি অশুভ লেশ্য । তার পর তেজঃ পদ্ম ও শুর নামক লেশ্যত্রয় শুভ, ইতাদের স্পর্শগন্ধাদিও উত্তরোত্তর শুভতর এবং ইদাদের প্রভাবে জীব শুভ হইতে শুভতর ভাব প্রাপ্ত হয় । যেমন সন্নিহিত জবাপূষ্পের বস্তুবর্ণ গ্রহণ করে, জীবও সেইরূপ বিবিধ লেশ্যার বশবর্তি সেই সেই বর্ণবান্ হয় ।

আধুনিকগণের কেহ বলিয়াছেন 'লেস্সা' শব্দটি সং 'ক্লেশ' শব্দ হইতে জাত কিন্তু সূরবি মনে করেন ইহা সং 'লেশ' = কণিকা হইতে উৎপন্ন । ইহাতে অতি সূক্ষ্ম হইলেও স্থূলবস্তুবিশেষর দাবণা নিহিত আছে । শূব্বিং আরও মনে করেন যে, আত্মার বর্ণগন্ধাদির ধারণা আদিম বিশ্বাসের স্মারক এবং এই ধাবণআর সহিত অন্যান্য জৈনশিক্ষার অচ্ছেদ্য

সম্বন্ধ নাই । বৌদ্ধটীকাকার বুদ্ধঘোষ আচীবীক মতের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা করিয়াছিল এবং বোধ হয় মহাবীর ইহা গোশালের নিকট হইতে গ্রহণ করেন ।

জৈনমতে সিদ্ধি বা মোক্ষপ্রাপ্ত জীব শুভ বা অশুভ কোনো প্রকার লেশ্যার অধীর নয় ।

### জীবের স্বতত্ত্ব

জৈনমতে জড়পদার্থের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও যেমন একটা স্থায়িত্বভার আছে সেরূপ আত্মা নিত্য হইতেও তাহার নানারূপ অবস্থা-ভেদ বা পরিণাম আছে, ইহাকে জীবের পরিণামিনিত্যতা বলা হয় । জীবের বিভিন্ন অবস্থাভেদকে 'ভাব' বলে । জীবের প্রদান লক্ষণ চেতনা বা জ্ঞানেরও বিবিধ পর্যায় আছে ।

জীব গতিশীল । গতিশীলতা বশতই জীব জন্ম-জন্মন্তর বা মোক্ষমার্গে চালিত হয় । সংসারবদ্ধ জীবের স্থূলশরীর ব্যতীত একটি সূক্ষ্মশরীর থাকে, ইহাকে 'কার্মণ' শরীর বলে । শরীর বাক্ ও মনের কর্মাদ্বারা এই কার্মণশরীর নির্মিত হয় । শরীর বাক্ ও মনের কর্মেকে 'যোগ' বলে । দৃষ্টিবর্ষণের মধ্যে তপ্ত বান ক্ষিপ্ত হইলে গরিশীত বাণ যমন জলকণা সংগ্রহণ করিতে করিতে যায় সেরূপ কার্মণযোগ-চাঞ্চল্য বা আত্মপ্রদেশ-কস্কন বশত জীব কর্মগ্রহণ ও তাহার সহিত নিজেকে মিলাইতে মিলাইতে যায় ।

### ২. অজীব

যাহা কিছু জীব নয় অর্থাৎ যাহা কিছুবই চেতনা বা জ্ঞানাশক্তি নাই তাহা অজীব । জীবত্বের অভাবই অজীবের একমাত্র অর্থ নয়, অজীব জীবের বিরোধীভাবাত্মকও । ধর্ম অধর্ম আকাশ ও পুদগল, এইগুলি হইতেছি অজীব । 'কাল'ও অজীবমধ্যে পরিগণনীয় একটী 'তত্ত্ব' কী না সে বিষয়ে জৈনচার্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে ।

### পঞ্চঅস্তিকায় : দব্য

জীব ও চার প্রকার অজীব, এই পাঁচটিকে 'অস্তিকায়' বা 'দ্রব্য বলে' । পাঁচটি দ্রব্যই নিত্য অর্থাৎ উহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামান্য (সাদারণ) ও বিশেষ স্বরূপ হইতে কদাপি চ্যুত হয় না । উহারা স্থির অর্থাৎ উহাদের সংখ্যায় কখনও ন্যূনতা বা আধিক্য হয় না —

ধর্ম অধর্ম ও আকাশ এই তিনটি দ্রব্য প্রত্যেকেই নিয়ত একসংখ্যক; জীব ও পুদগল নিয়ত অনন্তসংখ্যক । পুদগলের রূপ আছে । দ্রব্যনিচয় যেমন কখনও নিজ নিজ স্বরূপ হইতে চ্যুত হয় না, তেমনি তাহারা কখনও পরস্পরের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না; ইহাকে অবস্তিতত্ব বলে । দ্রব্যনিচয়ের নিত্যত্বকথন ত্বারা বিশ্বের সাশ্বততা সূচিত হয় এবং অবস্থিতত্বকথন দ্বারা উহাদের পরস্পর —— অমাংকর্ষ বা অমিশ্রণ সূচিত হয় । পরিবর্তনসীল হইলেও দ্রব্যনিচয় সদা নিজস্বরূপে স্থিত, উহারা পরস্পরের সহিত একত্র অবস্থান করিলেও পরস্পরের স্বভাগ বা লক্ষ্মণ দ্বার অস্পৃষ্ট ।

ধর্ম অধর্ম ও আকাশ এই দ্রব্যত্রয় নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ উহাদের পরিণাম থাকিলেও স্বকীয় কোনো গতিশক্তি নাই । পুদগল স্পর্শ রস গন্ধ ও বর্ণবান্, উহার গুণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ।

## পঞ্চস্তিকায়ের উপকার (কার্য : function)

যাহা জীব ও পুদগলের গতিশীলতা ওস্থিতাশিলতার সহায়ক-কারণ বা নিমিত্ত, তাহাই যথাক্রমে ধর্ম ও অর্ধম । গতি ও স্থিতি মূলত জীব পুদগলের পরিণাম বা কার্য; উহা উভয়ই জীব ও পুদগল হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং জীব ও পুদগলই গতি ও স্থিতির উপাদানকরাণ । কিন্তু কার্যের পূর্ণতাবিধানে উপাদানকারনের সহিত নিমিত্তকারণ । যেমন জলচর মৎস্যের গতির উপাদানকরাণ মত্স্য নিজ্ এবং জল হইতেছে তাহার গতির নিমিত্তকারণ; য়েমন গ্রীষ্মতপ্ত পথিকের বৃক্ষছায়ার স্থিতির নিমিত্তকারণ । ধর্ম ওঅধর্মের এই ধারণা জৈনবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে ইহা নাই ।

জীব পূদগল ধর্ম অর্ধম , এই চার আধেয় দ্রব্যের আধার হওয়া আকাশর কার্য । উক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়কে অবকাশ বা স্থান দান করা আকাশের কার্য, ইহাকে 'অবগাহ' বলা হয় ।

শরীর বাক্ মন নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সুখদুঃখ জীবনমৃত্যুর নিমিত্ত হওয়া পুদগলের কার্য । পুদগল সম্বন্ধে জৈনদিগের চিন্তা অতি বিস্তৃত । আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ultimate constituent of matter, যাবতীয় জড়বস্তুর মৌলিক উপাদান য়াহাকে বলা হয়, জৈরচিন্তার প্রায় তাহাকেই পুদগল বলা হয় । পুদগল শব্দটি বৌদ্ধদর্শনেও ব্যবহৃত হয়াছে —— কিন্তু তাহা অন্য অর্থে, বৌদ্ধরা ইহাতে জীব বুঝেন । জৈনেতর দর্শন যাহাকে প্রদান, প্রকৃতি, পরমাণু বলা হয় তাহা প্রায় জৈন পুদগলতত্ত্বের অনুরূপ ।

জীবের কার্য হইতেছে পরস্পরের কার্যে নিমিত্ত হওয়া । এক জীব হিত বা অহিত উপদেশ দ্বারা অন্য জীবীর উপর বা সম্বন্ধে 'উপকার' করে । যেমন প্রভু অর্থ বা বেতন দ্বারা ভৃত্যের উপর উপকার করে, ভৃত্য হিত বা অহিত বাক্য দ্বারা প্রভুর প্রতি উপকার করে; যেমন আচার্য সৎকর্মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা শিষ্যের উপর উপকার করেন, শিষ্য অনুকূল আচরণ দ্বারা আচার্যের প্রতি উপকার করে ।

জৈনমতে পঞ্চাস্তিকায়ই যাবতীয় বিশ্বব্যাপারের কারণ, উহা ছাড় জগতের অন্য কোনো কারণ দ্রব্য নাই ।

জৈনচার্যগণের কেহ কালকেও দ্রব্যমধ্যে গণনা করেন । কাল অনন্ত । কালের কার্য হইতেছে বর্তনা (অন্যান্য 'দ্রব্য'গুলি নিজ নিজ পর্যায়ের উৎপত্তিতে স্বয়ং প্রবর্তমান হইলেও নিমিত্তরূপে তাহাদের প্রেরকতা), পরিণাম, ক্রিয়া বা গতি-পরিস্পন্দ (কস্কন) এবং পৌবাপর্য ।

### ৩. আস্রব

যাহার দ্বারা সহিত কর্মের সংযোগ বা সম্বন্ধ হয় তাহাকে আস্রয় বলে । এই শব্দিটি স্রু-ধাতু=বহা, প্রবারিত হওয়া, হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । জলাশয়ে জলপ্রবেশের কারক নালাপ্রভৃতির মুখ বা দ্বার জল প্রবাহের নিমিত্ত হওয়ায় তাহাকে যেমন আস্রব বলা যায়, সেইরূপ যাহাতে জীবে কর্মপ্রবেশ করে সেই 'যোগ' = কায়বাঙ্মনঋকর্মকে আস্রব বলে ।

যোগ শুভ বা অশুভ হইতে পারে । শুভ উস্কেশ্য কৃত 'যোগে' পূন্যের এবং অশুভ উস্কেশ্য কৃত যোগে পাপের আস্রব হয় ।

কায়বাঙ্মনঃকর্মকে জৈবদর্শনে নানাদৃষ্টি হইতে নানা রূপ ও শ্রেণীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাগ করা হইয়াছে । জীবের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সফল বিষয়, তারার দেহমন ভাগ্য প্রভৃতি সবই শুভাশুভ কর্মের ফল ।

### কষায়

ক্রোধ মান মায়া (ছলনা০ ও লোভ এই চারটিকে কষায় বলা হয় । কষায়ের তীব্রতা বা মন্দতা, উপস্থিতি বা অভাব আস্রবের স্থিতিকাল ও শুভাশুভ বিপাক বা ফলাফল

নিরূপণ করে ।কামক্রোধকে যেমন গীতায় সর্বপাপের কারণ বলা হইয়াছে, তৃষ্ণাকে যেমন বুদ্ধ সংসারগতির মূলকারণ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ জৈনমতে কষায়ই হইতেছে সংসারগতির প্রকৃত কারণ ।

### ৪. বন্ধ

সকষায়ত্ব-বশত অর্থাৎ কষায়ের অধীন হইতে জীব কর্মযোগ্য পুদগল গ্রহণ করে । জীবের সহিত পুদগলের মিশ্রণই বন্ধ এবং কষায় হইতেচে বন্দহেতু । মিথ্যাত্ব অবিরতি প্রমাদ ও যোগ, এগুলিও অবশ্য বন্ধহেতু ।

আর্দ্র চর্মে যেমন বায়ুক্ষিপ্ত রজঃকণা লিপ্ত ও দৃঢ়সম্বন্ধ হয় সেইরূপ কষায়াদি-বশীভূত জীবেও পূদগল সম্বন্ধ হইয়া জীবের গতিবোদ করে ।

### ৫. সংবর

আস্রব-নিরোধের নাম সংবর । এই উপায়গুলিদ্বারা আস্রবে নিরোধ হয় যথা,

'গুপ্তি' অর্থাৎ বুদ্ধি ও শ্রদ্ধাপূর্বক কায়বাঙ্মনঃকর্মের নিগ্রহ (জন্মাদ হইতে বিরতি ও সন্মর্গে প্রভৃত্তি);

'সমিতি' অর্থাৎ চলাফেরা, কথা, জীবীকা প্রভৃতি বিষয়ে সাবদানতা যাহাতে অন্য জীবকে কোনো প্রকারে বেদনা না দেওয়া হয়;

'ধর্ম' অর্থাৎ ক্ষমা মার্দব আর্জব শৌচ সত্য সংযম তপ ত্যাগ অকিঞ্চন্য ও ব্রহ্মচর্য, এইগুলির উত্তম অভ্যাস;

'অনুপ্রেক্ষা' বা 'ভাবনা' অর্থাৎ ধর্মসম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্বাবলী-বিষয়ে গভীর চিন্তা;

'পরিষরজয়' অর্থাৎ ধর্মমার্গ হইতে চ্যুত না হইবার জন্য এবং কর্মক্ষয়ের জন্য ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতোষ্ণাদি বিভিধ কষ্ট সহ্য করা;

'চরিত্র' অর্থাৎ ধর্মজীবনে অগ্রসব হইবার বিবিধ চেষ্টা;

'তপ' অর্থাৎ অনশনাদি কায়ক্লেশের বাহ্য পত এবং প্রায়শ্চিত্তাদি আভ্যন্তর তর ।

### ৬. নির্জরা

কর্মবন্ধরেন আংশিক ক্ষয়ের নাম নির্জরা । নির্জরা মোক্ষে পূর্বগামী অঙ্গ, নির্জরা দ্বারা কর্মক্ষয় হইতে হইতে অবশেষে কর্মক্ষয় পূর্ণ হইলে জীব মোক্ষলাভ করে । পুষ্করিণীকে জলশূন্য করিতে হইলে যেমন প্রথমে তাহাতে জলপ্রবেশ নিবারণ করিতে হয় এবং পরে পূর্বসঞ্চিত জল প্রয়াপূর্বক দূরীকৃত করিতে হয়, সেইরূপ আত্মার পুদগলবন্ধন দূর করিতে হইলে প্রথমে সংবর দ্বারা কর্মসঞ্চয় নিবারণ করিয়া পরে নির্জরা দ্বারা পূর্বসঞ্চিত কর্ম ক্ষয় করিতে হয় ।

সংবরের য়ে উপায়গুলি উপরে বিবৃত হইয়াছে সেগুলি নির্জরার উপায়ও বটে, তবে বিশেষভাবে নির্জরার উপায় হইতেছে উপবাসাদি কৃচ্ছ্রদ্বারা বাহ্যপত এবং প্রয়াশ্চিত্তাদি আভান্তর তপ । বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য (ধর্মসাধনার জন্য শারীরিক শ্রম), স্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ (অহংতা ও মমতা ত্যাগ) ও ধ্যানও আভান্তর তপ ।

### ৭. মোক্ষ

পূর্ণ কর্মক্ষয়ের নাম মোক্ষ । বন্ধহেতুর অভাব ও নির্জরা — এই দুইটি হইতেছে পূর্ণ কর্মক্ষয়ের উপায় ।

মোক্ষলাভর পূর্বে কেবলজ্ঞানের উৎপাত্তি জৈনমতে অবশ্যস্কাবী । কেবলজ্ঞানের অর্থ সর্বজ্ঞত্ব, সর্বদাশিত্ব । মোহক্ষয় হইলে এবং যে বিবিধ প্রকার কর্মের ফলে দর্শন ও জ্ঞানাদি (তত্ত্বদৃষ্টি, সত্যদৃষ্টি) আবৃত হয় তাহার ক্ষয় হইলে কেবলজ্ঞানের উদয় হ.য় । কেবলজ্ঞানীর আত্মা দেহের সহিত সংয়ুক্ত থাকিলেও বিস্বব্যাপী হয় । কেবলজ্ঞান সুখ ও বীর্যেরও পূর্ণাবস্থা ।

সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র, এই তিনটি হইতেছে মোক্ষমার্গ । ইহার কোনো-একটির অসস্কূর্ণতা থাকিলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না । ত্তত্ত্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ সত্যপ্রতীত বা কোন্ তত্ত্ব ত্যাজ্য ও কোন্ তত্ত্ব গ্রহণীয়, তাহার নিশ্চয়ের নাম সম্যক্ দর্শন ।

জীবাজীবাদি সপ্ত তত্ত্বের যথার্থ বোধের নাম সম্যক জ্ঞান । রাগদ্বয় হিংসাদি ত্যাগ হইতেছে সম্যক্ চারিত্র ।

পূর্ণ কর্মক্ষয় হইলেই অবিলম্বে ও সমকালে — অকটির পর একটি নহে —

শরীরবিয়োগ, সিধ্যমান গতি, ও লোকান্তপ্রাপ্তি এই তিনটি সংঘটিত হয় । পর্বে বলিয়াছি জীব ও পুদগল উভয়ই স্ববাবত গতিশীত । জীবের গতি স্বভাবতই উধ্বমূখে ওপূদগলেি গতি স্ববাববতই অধোমুখে । জীব যখন গতিশীল হয় না বা তির্যক কিম্বা অধোমুখ গতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার কারণ জীবের সহিত অন্য প্রতিবন্ধক দ্রব্যের সংযোগ বা বন্ধন এবং সেই দ্রব্য হইতেছো কর্মপুদগল । কর্মসঙ্গ ও কর্মবন্ধন ছুটিলেই প্রতিবন্ধক-কারণের অভাববশত সুক্তজীব তাহার স্বভাবনিয়ত উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়, যেমন মৃত্তিকালিপ্ত তুম্ব (লাউয়ের থোলা) জলে মগ্ন থাকে কিন্তু মৃত্তিকালেপ বিদূরিত হইবামাত্র স্বতঃই জরেন উপর ভাসিয়া উঠে, যেমন কোশবদ্ধ এরণ্ডবিজের কোশাবরণ মুক্ত হইলেই বিজ স্বতঃই ছিট্কাইয়া উর্ধ্ব উৎক্ষিপ্ত হয় ।

জৈনগণ বিশ্বকে একটি নরদেহবৎ কল্পনা করেন, এই বিশ্বদেহের শিরোদেশের উপরিতম ভাগ হইতেছে মুক্তজীবের গতিস্থান । বিশ্ব-ব্রাহ্মণ্ডিকে নরদেহবৎ, এমন কী মনোময় বা জ্ঞানবান নরদেহবৎ কল্পনা জৈনেতর ভারতীয় ধর্মেও দেখা যায় ।

জৈনধর্মের তত্ত্বগুলির সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ধর্মদর্শনের অনেক ধারণার সাদৃশ্য আছে । আত্মার স্বভাবিসিদ্ধ ও স্বকীয় গতিশীততার, বিষেষত উর্ধ্বগতিশীলতার ধারণা জৈনদের একটি বৈশিষ্ট । বন্ধন ও মুক্তি ভারতীয় চিন্তার সাধারণ সম্পত্তি কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ মনোগত বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার না বলিয়া জীব-দুগদলের যে ছড়-বন্ধন জৈনধর্মে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে প্রাচীন বা আদিম বিশ্বাসের পরিচয় আছে মনে হয় ।

## ধর্মের সাধনা

পূর্বে বিলয়াই মহাবীর অহিংসা, সত্য অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটি ব্রত শিক্ষা দিয়াছিলেন । ইহা কায়িক বটিক ও মানসিক তিনবাবেই পালনীয় । নিজে ব্রতভঙ্গ না করা, অন্যের দ্বারা ইহা না করানো এবং অন্যোর দ্বারা ব্রতভঙ্গে হৃষ্ট না হইয়া, এই তিনভাবেত্ত ব্রতগুলি পালনীয় ।

গৃহী ভক্ত ব্রতগুলি আংশিক পালন করিবেন, ইহাকে 'অনুব্রত' বলে । সন্ন্যাসী ইহা পূর্ণপালন করিবেন, তাহাকে 'মহাব্রত' বলা । ব্রতগ্রহণকারীকে সর্বপ্রথম নিঃশল্য হইতে হইবে, 'শল্য' হইতেছে অইগুলি — দম্ভ (কপটতা বা 'টং') ভোগলালসা ও মিথ্যাদর্শন

(সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাহিনতা ও অসত্যের প্রতি আগ্রহ) । দিগম্বরাচার্যগণের কেহ রাত্রিভোজনত্যাগকে ষষ্ঠ অনুব্রত বলেন । স্ত্রীলোক অনুব্রত ও মহাব্রত উভয়ই গ্রহণ করিতে পারে ।

প্রত্যেক ব্রতের স্থিরতা সম্বাদনের জন্য অনেকগুলি নিয়ম রক্ষা করিতে হয়, ইহাকে 'ভাবনা' বলা হয় । এগুলির দ্বারা ব্রতপঞ্চক রক্ষার অনুকূল শরীরবাঙ্মনোবৃত্তির দৃঢ়তাসাধন হয় ।

মূল-পঞ্চব্রতের রক্ষা পুষ্টি বা শুদ্ধির জন্য অনুব্রতের আনুষঙ্গিরূপে গৃহী-ব্রতীকে আরও কয়েক প্রকাশ ব্রত পালন করিতে হয়, এগুলিকে কেহ 'উত্তরব্রত' বলেন, যথা —

তিনটি 'গুনব্রত' পূর্বনির্দিষ্ট দিক্ ও দেশসীমার মধ্যে এবং জীবনাষাত্রার প্রয়োজনে ব্যতীত অধর্ম না করা;

চারটি 'সিক্ষাব্রত' : পূর্বনির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে অধর্মপ্রবৃত্তি ত্যাগ ও ধর্মপ্রবৃত্তি অভ্যাস, বিশেষ তিথিতে উপবাসপালন ও ভূষণাদি বর্জন, যাহাতে অধিক অধর্ম সস্কাবনা এরূপ পানাহার বসনভূষণাদি বর্জন করিয়া যাহাতে অল্প অধর্ম হয় এরূপ ভোগাদি বিষয় নির্বাচন করা এবং দান অতিথিসৎকারাদি ।

কষায়-নাশার্থে গৃহীর আরও একটি অনুব্রত পালনীয়, তাহাকে 'সংলেখনা' বলা হয় । কেহ বলেন ইহার অর্থ মৃত্যু আসন্ন হইলে অনশনে প্রাণত্যাগ, কেহ বলেন যাব্য মৃত্যু না হয় তাবৎ অনশন-পালন । এইপ্রকার অনসনমৃত্যুকে জৈনগণ আত্মহত্যারূপ পাপ বিবিচনা করেন না, কারণ রাগ দ্বেষ ওমোহজনিত হিংসাই হত্যা; কিন্তু সংলেখনায় উহা থাকে না । উপবন্তু মোহত্যাগ ও বৈরাগ্যবুদ্ধি হইতে করা হয় বলিয়া উহা হিংসা না হইয়া শুদ্ধ ধ্যানের পর্যায়ো পরিগণিত হয় ।

যে চিন্তা বা কার্যে অভীষ্ট গুণ মালিন্য বা ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্তির ফলে নষ্ট হইয়া যায় তাহাকে 'অতিচার' বা স্খালন বলা হয় । জৈন-গণের সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তালিকাবলী আচে । অতিচারগুলি গৃহি ও সন্ন্যাসী উভয়েরই বর্জনীয় ।

গৃহী হইতে ক্রমে সন্ন্যাসমার্গে অগ্রসর হওয়ার পথকে এগারটি 'প্রতিমা'য় ভাগ করা হয় । জীবের সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র মার্গ চৌস্কটি সোপানে বিভক্ত

হয়, তাহাকে 'গুনস্থান' বলা হয় । এগুলির মধ্যে গৃহী পঞ্চম সোপান পর্যন্ত উঠিতে পারেন, তাহার উপর উঠা শুধু সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব । এই গোপানমার্গে সন্ন্যাসীর উত্তরোত্তর উন্নতি নির্ভর করে নির্জরাদ্বারা কর্মক্ষয়ের উপর এবং কষায়-নাশের উপর ।

সাধু, সন্ন্যাসী বা অনগার (যাহার অগার বা গৃহ নাই) - গণের মধ্যে বিদ্যা ও সাধনায় উন্নতির মাত্রা অনুসারে তাঁহাদিগকে উপাধ্যায় ও আচার্য রূপে শিক্ষকের পদ দেওয়া হয় । সাধু, উপাধ্যায়, আচার্য, তীর্থংকর ও সিদ্ধ এই পাঁচকে এখন 'পঞ্চ পরমেশ্বর' বলা হয় ।

পুন্যফলে জীব দেবয়োনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও দেবযোনি হইতে মোক্ষলাভ হয় না । মোক্ষলাভের পূর্বে জীবকে অবশ্যই মনুষ্যযোনিতে জন্মিতে হয় । জৈনধর্মের এই শিক্ষার মানবজন্ম ও মানবজীবনের মূল্যবত্তী তাঁহাদের দৃষ্টিতে বাড়িয়াছিল ।

শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের উপাখ্যানগুলিতে দেখা যায় মুমুক্ষুগণ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কুলের পরিবর্তে শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মেন । বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই জৈনধর্মভক্তগণের সংখ্যা বরাবর বেশী বলিয়া বোধ হয় বৈশ্যজন্মের মর্যাদা বর্ধনের চেষ্টা হইয়াছিল । দান জৈনধর্মেও অতি পূণ্যকার্য এবং সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাদান ততোধিক পুণ্য, কিন্তু শাস্ত্রকাহিনীগুলিতে দেখা যায় 'নির্গন্থ' শ্রমণকে ভিক্ষাদানের মরিমাই ঘোষিত হইয়াছে বেশি ।

ভারতীয় ধর্মচিন্তার যে যে ক্ষেত্রে মহাবীরের শিক্ষার দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা হইতেছে আত্মাবিষয়ক চিন্তা, কর্মফল বাদ অর্থাৎ আচরণ বা চরিত্রই ধর্মাধর্মের মূল অঙ্গ, মোক্ষলাভে ইতজন্মের বা মানবজন্মের সার্থকতা এবং পুরুষকায়োর শিক্ষা অর্থাৎ জীব সম্পূর্ণ নিজের ভাগ্যবিধাতা । আত্মার বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়গুলি বুদ্ধের শিক্ষায়ও অতিপ্রধান অঙ্গ ছিল । সে যুগের যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডিময় পুরোহিত-পরিচালিত ধর্মের ও দেবোপাসনায় স্বর্গলাভ-ধর্মের মধ্যে এই শিক্ষার খুব প্রয়োজন ছিল ।

ধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পৃক্ত না হইলেও জৈনধর্মের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে জৈনদের সাহিত্যচর্চ্চার উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য । এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল । প্রাচীন জৈনগণ বিদ্বাচর্চায় অতি অনুরাগী ছিলেন, জৈনসূরিগণ শাস্ত্র দর্শন ধর্ম পুরাণ প্রভৃতি ছাড়া মহাকাব্য কাব্য উপন্যাস নাটক অভিধান ব্যাকরণ গণিত জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়েও শত শত গ্রন্থ রচনা করিযাছেন । তাঁহাদের সাহিত্যপ্রভৃত্তি দ্বার শুধু প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা নয়, হিন্দি মারওয়াড়ি

গুজরাতি তামিল তেলেগু এবং বিশেষত কর্নাটি ভাষা সমাধিক সমৃদ্ধ হইয়াছে ।

সুবস্তোত্র পূজার্চনা আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক জৈন-রচনা আছে । পট্টাবলী স্থিরাবলী প্রভৃতি বিবিধ গুরুপরস্করা তালিকাবলিতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু পরস্কর বিরোধদোয়ে তারা সদাগ্রাহ্য নয় ।

## পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত

শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণিত অন্ক কাহিনিতে দেখা যায় জেনরা ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক উপাখ্যানাগুলিকে কিছু কিছু বিভিন্ন ও পরিবর্তিত রূপে উল্লেখ করিয়াছেন । অনেক স্থানে দেখা যায় ব্যাস কৃষ্ণ রাম যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক ব্যক্তিগণকে জৈন বিবরণএ কিছু অশ্রদ্ধাভাজনরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে । কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য পুরাণাদির স্থানে জৈনদের স্বকীয় সাহিত্য গাড়িয়া উঠে ।

অনুমান খৃঃ ১ শতকে বিমলসূরি-রচিত 'পর্ভমচরিয়' (পদ্মচরিত, পদ্ম = রাম) এ বিষয়ক প৩থম গ্রন্থ । ইহা একটি মহাকাব্য । ইহাকেই বলম্বন করিয়া ৭ শতকে বরিষেণ সংস্কৃতে পদ্মপুরাণ রচনা করেন । শতকে গুনভদ্র-রচিত উত্তরপুরাণেও রামকাহিনী বর্ণিত হয় । শতকে পণ্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র' রচনা করেন । ২৪ জন তীর্থংকর ও অন্যান্য বিখ্যাত পৌরাণিক ব্যক্তিগণকে জৈনরা ৬৩ শলাকাপুরুষ বলেন । হেমচন্দ্রর এই গ্রন্থের ৭ম পর্বের প্রচলিত নাম 'জৈনরামায়ণ' । ১৬ শতকে দৈববিজয়গণী মদ্যেও কখানি রামচরিত্র রচনা করেন ।

মহাভারতের উপক্যানাবলী জৈনদৃষ্টভঙ্গি হইতে ৮ শতকে জিনসেন রচিত 'হরিবংশপুরাণে' প্রথম সবস্থারে বর্ণিত হয় । ৯ শতকে পর একজন জিনসেন ক্রষষ্টিলক্ষণ-মহাপুরাণ বর্ণিত হয় । (সংক্ষেপে মহাপুরাণ) রচনা করেন, ইহার প্রথম ভাগের নাম আদিপুরাণ এবং গুণভদ্র-রচিত দ্বিতীয় ভাগের নাম উত্তরপুরাণ । ১০ শতকে পুষ্পদন্ত-কর্তৃক ত্রিষষ্টিমহাপুরুষগণালংকার রচিত হয়, ইহা অপভ্রংস ভাষায় । ইহাও একটি মহাপুরাণ এবং ইহারও আদি-উত্তর দুইটি ভাগ আছে । ১৩ শতকে মলধারি দেবপ্রভসূরি পাণ্ডবচরিত রচনা করেন । ৫ শতকে মলকীর্তি ও তৎশিষ্য জীনদাস কর্তৃক দ্বিতীয় অকখানি বিবংশ রচিত হয় ।

১৬ শতকে শুভচন্দ্র পাণ্ডবপুরাণ রচনা করেন, ইহা জৈন মহাভারত নামে পরিচিত ।

## চরিত্র

৬৩ শলাকাপুরুষগণের জীবনীবিষয়ক অনেক জৈনরচনা আছে, গুলিকে শ্বেতাম্বরগণ 'চরিত্র' (বা চরিত), এবং দিগম্বরগণ 'পুরাণ' বলেন । এই শ্রেণীর বহু বহু গ্রন্থের মধ্যে প্রথম রচিত হয় জিন সেনের পূর্বোল্লিখিত ত্রিষষ্টিলক্ষণমহাপুরাণ । অনুমান ১২ শতকে 'ধনেশ্বর-রচিত শত্রুঞ্জয়-মহাত্ম্য'ও এই শ্রেণীর মহাকাব্য । শ্বেতাম্বরী চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হেমচন্দ্র-রচিত ত্রিয়ষ্টিশলাকাপুরুষ চরিত্র পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা বিপুল গ্রন্থ এবং ইহা খিলরূপে হেমচন্দ্র পরিশিষ্টপর্ব রচনা করেন, ইহা স্থবিরাবলীচরিত্র নামে প্রসিদ্ধ ও বহু প্রাচীন কাহিনীর ভাণ্ডারস্বরূপ ।

## কথাসাহিত্য

ধর্মশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য জৈনগণ কর্তৃক আরও কয়েকশ্রেণীর যেস গ্রন্থাবলী রচিত হয় তাহার সংখ্যা প্রায় অপরিমেয় । এই উদ্দেশ্য বহু কাব্য ও কয়েকখানি নাটকও রচিত হয় । এই সাহিত্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে, ধর্মকথা নামক উপন্যাসগুলি, চম্পূ নামক অলংকারবহুল কাব্যগুলি, প্রবন্ধ নামক জীবনচরিতগুলি কথা নামক উপাক্যানগুলি এবং কথান্ক নামক ছোটগল্পগুলি ।

কথাকোষ-জাতীয় গল্পসংগ্রহ-গ্রন্থও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল ।